RELINQUISHMENT OF LUKSHMAN

OR

LUKSHMAN BARJÁNÁ.

BY

CHANDRA NATH SARMA

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক

প্রথমবার প্রণীত ।

SERAMPORE

PRINTED BY R. M. SEN. AT THE TOMOHUR PRESS.

1871.

RELINQUISHMENT OF LUKSHMAN

OR

LUKSHMAN BÁRJANÁ,

BY

CHANDRA NATH SARMA.

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

শ্রীযুত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক
প্রথমবার প্রণীত।

SERAMPORE:

PRINTED BY B. M. SEN, AT THE TOMOHUR PRESS.

1871.

উপহার।

বিবিধ গুণালঙ্কৃত শ্রীলশ্রীযুক্ত এইচ্, উড্রো, এম্ এ,
বঙ্গ দেশের মধ্য-বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের
ইন্‌স্পেক্‌টর মহাশয় মহোদয়েষু।

আমি আপনার অলৌকিক গুণ গ্রামে মোহিত হইয়া এই সামান্য কাব্য খানি আপনার করে সমর্পণ করিলাম, আপনি প্রীতমনে গ্রহণ করিলে; আমার শ্রম সফল ও জীবন সার্থক হয়। আপনি এই বঙ্গ দেশের ও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন মানসে যে প্রকার অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসিগণ আপনার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। এইক্ষণ জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করি, আপনি সুস্থকায় ও দীর্ঘায়ু হইয়া সাধারণের হিত সাধন করণান্তর বিমল সুখ সম্ভোগ করুন।

পুঁড়া-বারাসত। সন ১৮৭১। ২০এ নবেম্বর।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

লক্ষ্মণ-বর্জন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল; ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অবিকল অনুবাদ নহে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড হইতে মূল গল্প-টীর ভাব মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে, আর অনেক কল্পিত বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; ঈদৃশ করুণরস পূর্ণ বিষয় যে রূপ লেখা উচিত; তাহা মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা কদাচ সম্ভবে না, ইহা দ্বারা পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি সাধন করিতে পারিব, এমন ভরসা করিতে পারিতেছি না। তবে রাম নামের প্রতি অস্মদ্দেশীয়দিগের যে প্রকার প্রগাঢ় প্রীতি আছে; যদি কেহ সেই প্রীতি পরতন্ত্র হইয়া, এই পুস্তক খানি অবসর কালে পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি জীবন সার্থক ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি এই পুস্তক খানি আমার পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত কালী-বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হই, কএক পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া, বশীরহাটের ভূত পূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, ও বারাসত বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কিয়দংশ শ্রবণ করাই; তাঁহারা শ্রবণ করিয়া আমাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করাতে; আমি জন সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। উপযুক্ত রূপ সময়াভাব প্রযুক্ত এই পুস্তক খানি রীতিমত সংশোধন করা হয়

নাই, তজ্জন্য অনেক স্থলে, ভ্রম প্রমাদ ও অসংলগ্ন ভাব লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। পাঠকগণ, এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যদি সাধারণ জনগণ এই পুস্তক খানি স্নেহ-চক্ষে অবলোকন করেন, তাহা হইলে ইহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা। সেই সময়ে পুস্তক খানি দোষ শূন্য করিতে যত্নবান হইব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি; এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কাশীমবাজার নিবাসিনী স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ২০৲ বিংশতি মুদ্রা, ও পুঁটীয়া নিবাসিনী শ্রীশ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী ১০৲ দশ মুদ্রা প্রদান করিয়া দাতৃত্ব গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

শ্রীরামপুর।
১রা পৌষ, ১২৭৮।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

—০:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ্ অষ্টাহ্ অতীত হইল, রামময়ী ধরিত্রীসুতা, প্রসূতির সুখময়-ক্রোড়ে মহানিদ্রায় শয়িত হইয়াছেন। জানকীর জীবনাবসানে, অযোধ্যা নিবাসিগণ একেবারেই শোক মোহে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। বহুকষ্টে শোক সংবরণ করিয়া নিশীথ সময়ে লক্ষ্মণ কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন। শয়ন কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া, কে কি অবস্থায় আছে জানিতে উৎসুক হওয়ায় প্রথমতঃ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন, নগর নিঃশব্দ, যে সকল দীপ শ্রেণী দ্বারা রাজ-পথ সুশোভিত ছিল, তাহার আর একটীও জ্বলিতেছে না। গৃহে গৃহে গৃহস্থগণ হতচেতন হইয়া উন্মুক্ত-দ্বার প্রকোষ্ঠে পতিত আছেন। কোন গৃহে আর একটীমাত্রও আলোক নাই। পরম শোভাময়-রাজভবন বিবর্ণ, ও তিমিররূপ মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে। মৃদু মৃদু সমীরচ্ছলে নগরী

যেন ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ, এবং পত্রপতনচ্ছলে ভূষণ পরিত্যাগ ও শিশিরপাতচ্ছলে যেন অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এই সকল অবেক্ষণ করিয়া, লক্ষ্মণের শোক-সাগর একেবারেই উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সীতাকে উদ্দেশ করতঃ বলিতে লাগিলেন, মাতঃ রাজলক্ষ্মি! আজ্ তোমার বিরহে এই সুখময়ী অযোধ্যা নগরী এক-বারেই বিষময়ী হইয়াছে। জননি! শুনিয়াছি এক দিন ইন্দুমতী বিরহে যেমন এদেশের পশু, পক্ষী, ও স্থাবর জঙ্গমগণ রোদন করিয়াছিল; আজ্ও তোমার অভাবে তদনুরূপই হইয়াছে। বাৎসল্য-রসময়ি! আপনি যে আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, এইক্ষণে সেই স্নেহ, সেই মমতা, একেবারেই বিস্মৃত হইয়া কোথায় গমন করিলেন? দেবি! যে সময় আমরা পিতার আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে বাধ্য হইয়া বনে গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় যখন মাধ্যাহ্নিক তপন প্রভাবে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, তরুমুলে বসিতাম; আপনি সাদর সম্ভাষণে স্বকীয় বসনাঞ্চলে, আমার বদন মুছাইয়া, ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি করিবার নিমিত্ত সুমধুর ফল, ও সুশীতল জল আনিয়া দিতেন। মাতঃ! সে স্নেহ কি জীবন

সত্ত্বে ভুলিতে পারিব? এই বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের বিশাল নয়নে দরদর অশ্রু ধারা পতন হইতে লাগিল। জননি! আপনি ইহা বলিয়াই সর্ব্বদা কুণ্ঠিত ও আকুলিত হইতেন, যে বৎস লক্ষ্মণ! তুমি আমাদের জন্যই সকল সুখে, সকল স্বচ্ছন্দতায় এবং সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়াছ। স্নেহময়ি! স্নেহ-শৃঙ্খলে-বদ্ধ সেই চিরানুগত জনে একবার না বলিয়া যাওয়া কি উচিত হইয়াছে? মাতঃ! সেই নবনীত-বিনির্ম্মিত হৃদয় কি একেবারেই এত কঠিন হইল? এই বলিতে বলিতে লক্ষ্মণ যজ্ঞস্থলীতে উপনীত হইলেন।

আজ্‌ও তপোবন বাসীরা গমন করে নাই। কেহ বা, হা প্রিয় বৎসে! কেহ বা হা প্রিয় সঙ্গিনি! কেহ বা হা মধুর ভাষিণি! কোথায় রহিলে? আমরা বনচারিণী, আজন্ম সুখের প্রতিভা কখনই আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় নাই; প্রিয়বয়স্যে! তোমার সংসর্গিনী হইয়া, যে সকল বিমল ও বিশুদ্ধ সুখে আমোদিনী হইয়াছিলাম, আর কি তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব? তুমি যে ভগিনী সম্বোধনে সুখী করিতে, সেই সুস্বর কি আর ভুলিতে পারিব? ভগিনি! আমাদের এ কুটীরে যে দিনেই যামিনী

হইল। প্রিয়সখি! তুমি যে সকল কুরঙ্গ শাবক-দিগকে পুত্রবৎ স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করিতে, আহার করাইতে, পল্লল হইতে অঞ্জলি করিয়া বারি আনয়ন করত মুখের নিকট ধরিয়া পিপাসার শান্তি করাইতে, যাহারা পিপাসু ও ক্ষুধার্ত্ত হইলে, তোমার নিকট আগমন করিয়া সস্পৃহ-নয়নে তোমার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তুমি তপোবন পরিত্যাগ করিয়া, অযোধ্যায় আসিবার সময় যাহারা মুখের কবল পরিত্যাগ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, তাহাদের এখন কি উপায় হইবে? আর তুমি যে সকল তরুবল্লীদিগকে স্বহস্তে সলিল সিঞ্চন করিতে, তোমার আগমনাবধি জলাভাবে তাহারা যে শীর্ণ হইতেছে; আর তো পল্লবিত হইতেছে না? আমরা এখান হইতে প্রত্যাগমন করিলে, যখন মুনি-পত্নীরা প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, বাছা সকলরে! রাজা রামচন্দ্র আমা-দিগের চিরদুঃখিনী সীতাকে তো আবার গ্রহণ করিয়া-ছেন? সেই চিরদুঃখিনীর ক্লেশময়ী যামিনীরতো অবসান হইয়াছে? সরল হৃদয়া সীতা, রাজ্ঞী পদ-বাচ্যা হইয়া, তোমাদিগকে তো সমুচিত ব্যবহারে সুখী করিতে পারিয়াছেন? বাকল বসন ও লতা-

ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, বাছার কেমন শ্রীছাঁদ হয়েছে? রাজলক্ষ্মীর মলিন মুখেত হাস্যপ্রকটিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিয়াছিল? বাছারে! কৌশল্যা, সুমিত্রাপ্রভৃতি শ্বশ্রূগণের নিকট জানকী তো সমাদৃত হইয়াছেন? যখন রাজা রামচন্দ্রের বাম পার্শ্বে, ভুবন বিমোহিনী সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া, মা আমার বসিয়াছিলেন তখনকার পরমরমণীয় শোভাত দেখিয়াছিলে? সীতার কি আমাদিগকে স্মরণ আছে? তিনি কি কিছু বলিয়া দিয়াছেন? বাছারে! আমরা কতদিন বিনা অপরাধে সীতাকে তিরস্কার করিতাম। বাছা আমার নত ও মলিন মুখে নিরুত্তরা থাকিতেন; সেই সকল ক্লেশের কথা কি মহারাজের সহিত বলিয়াছিলেন? তিনি আর কখন কি তপোবনে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না? কৌশল্যা, সুমিত্রাপ্রভৃতি বৃদ্ধা মহিষীগণ ও উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তিপ্রভৃতি বধূগণ, তোমাদের সহিত কি রূপ আচরণ করিলেন? তখন আমরা তাঁহাদিগকে কি বলিব? ক্ষিতিসম্ভূতা সীতা, ক্ষিতিতে সংমিশ্রিতা হইয়া, সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন? তাঁহারা যে তোমাকে আমাদের হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বাছারে!

নিরাপদে অযোধ্যায় রাখিয়া আসিবে। এই কি তাঁহাদের বাক্য রক্ষা হইল?

অন্যদিকে মহর্ষি বাল্মীকি করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া, মধ্যে২ নিঃশব্দে বসিয়া থাকেন। কখন বা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, হা বৎসে জানকি: হা সরল-হৃদয়ে! মায়াবতি! আমি চির উদাসি তাপস; গার্হস্থ্য সুখে কখনই আমার মন আকৃষ্ট হয় নাই, অপত্য-বিয়োগরূপ বজ্রাঘাতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা কখনই ছিল না। বৎসে! তোমারে আশ্রমে আনিয়া, কিছু দিন অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া তোমার সরলতা ও স্নেহে নিতান্ত বাধ্য হইয়া শেষে কি এই প্রতিফল হইল? মা! আমার হৃদয়ের সুখ যে চির বিনষ্ট হইয়াছে। আমার ধর্ম্মকর্ম্ম যে, সকলই লোপ হইল। আরত আমি ঈশ্বর চিন্তায় অধিকারী হইব না! আরত আমার মনে একাগ্রতার সঞ্চার হইবে না! এক জন নিরপরাধী ব্রাহ্মণকে মায়াপাশে বদ্ধ-করিয়া, একেবারে ধর্ম্মচ্যুত করা কি উচিত? সরলে! তোমারই বা দোষ কি, রাজনন্দিনী ও রাজার গৃহিণী হইয়া, যাবজ্জীবন তোমার মতন কে কষ্ট ভোগ করিয়াছে? বৎসে! তোমার অদৃষ্টেত এক

মুহূর্ত্তের জন্যও সুখভোগ ঘটে নহে; রে দগ্ধ দৈব! রে নিদারুণ অদৃষ্টচক্র! এমন মধুরহৃদয়া পতি-পদানুরক্তা সাধ্বীর প্রতি একেবারেই কি চির প্রতি-কূলতাচরণ করা উচিত? বাছা! রাজা রামচন্দ্র এক দিনের নিমিত্তেত তোমার প্রতি অনুকূলাচরণ করেন নাই? তাদৃশ পতির অশুভ কল্পনাকে মনে স্থান দেওয়া দূরে থাক; তাঁহারই হিত কল্পনা ও মঙ্গলা-নুষ্ঠান, তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বৎসে! আজন্ম তুমি বিসদৃশক্লেশে জীবনাতিপাত করিয়াছ; তবু একটী দিনও স্বকীয় ক্লেশকে চিন্তা-করিয়া, চিত্তকে কিছুমাত্র তাপিত কর নাই। যখন লক্ষ্মণ তপোবনে তোমাকে চির নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আনিয়াছিলেন, তখন যে আপনার সকল সুখ-সম্পত্তি, সকল আশাভরসা, এমন কি জীবনপর্য্যন্ত অবসান হইবে, ইহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল এই বাক্যই বারম্বার বলিয়াছিলে, দেবর! বলি আর্য্যপুত্রেরত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আর্য্যপুত্রই যে তোমার অশেষ দুঃখের কারণস্বরূপ হইয়াছেন, ইহা একবারও চিন্তা করিয়া, মনকে কিছু মাত্রও ক্ষুব্ধ কর নাই। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পাছে পতির কোন অপ্রিয় ঘটনা হয়, এই

চিন্তা করিয়াই সর্ব্বদা হা হতাশ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে, রামচন্দ্র যে তোমাকে নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, এ যে তাঁহারই দোষ, এই কথাকে মুখে আনা দূরে থাক, ভ্রমক্রমে মনেও করিতে না। যদি কখন মুনি কন্যারা এই কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র নিন্দা করিত, তাহা তোমার দুর্ব্বিষহ বিষের জ্বালার ন্যায় বোধ হইত। হয়ত সে স্থান পরিত্যাগ করিতে, নয়তো বলিতে, ভগিনি! পতি আমার নির্ম্মম না, পতি আমার নির্দ্দয় না, পতি আমার নৃশংস না, আহা! তাঁহার অমৃতময় মধুর সম্ভাষণ স্মরণ হইলে, আমার মনোমীন আহ্লাদ সাগরে একেবারেই ক্রীড়া করিতে থাকে; কিন্তু তিনি কি করিবেন, ক্ষিতিপতিরা প্রকৃতিপুঞ্জের অধীন, প্রজাবৃন্দ আমাকে অসতী কল্পনা করিয়াছে। সত্যবটে আমার স্বভাবের বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপেই অবগত আছেন, কিন্তু বল দেখি! সহস্র সহস্র রসনামূলে সন্দেহ বদ্ধমূল হইলে, তিনি সেই সংস্কারকে কিরূপে নিষ্কাশিত করিবেন? অথবা বিধাতা আমার কপালে কেবল দুঃখ ভোগই লিখিয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে কতই দুষ্কৃত করিয়াছিলাম,

কত প্রাণির সুখ হরণ করিয়াছিলাম, তাহারই ফল ভোগ করিতেছি, ভগিনি! বল দেখি সেই পাপের ফল তিনি কি প্রকারে খণ্ডন করিবেন? প্রিয় সখি! যাহা ঘটিবার তাহাত ঘটিয়াছে এক্ষণে রঘু-কুল-দেবতাগণের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন আমার প্রাণের প্রাণ, চির দুঃখিনীর একমাত্র সুখের স্থান, আর কোন আঘাত প্রাপ্ত না হন।

অনন্তর বাল্মীকি আবার সস্নেহ সম্ভাষণে রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। বৎস রাম! এমন পতিহিতৈষিণী প্রণয়িণী আর কি কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে? এমন কামিনীরত্ন, ভূমণ্ডলে আর কি কখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? না করিবে? অকরুণ বিধাতা এমন কমনীয় পদার্থে, দেহ মন নির্ম্মাণ করিয়া, এমন আনন্দময়ী-প্রতিমার-ললাটে কি এতই দুঃখ লিখিয়াছিলেন? বৎস! এমন সরল ও সদয় হৃদয় হইয়া, সীতার প্রতি কেন এত নির্দ্দয় হইলে। বৎস! উদ্বাহ সময়ের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর দেখি! তখন সকল রাজগণ, ঋষিগণ এবং সকল জনগণ সমবেত সভামণ্ডলে বলিয়াছিলে, প্রিয়ারে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা জ্ঞানে প্রতিপালন করিব; রামচন্দ্র! সেই প্রতিজ্ঞাপাদপে কি এই শুভ ফল উৎপন্ন হইল?

অয়ি দেবি কৌশল্যে! অয়ি দেবি সুমিত্রে! অয়ি ভগবতি অরুন্ধতি! মধু পরিপূর্ণ শারদীয় কমলিনী সদৃশী জানকীর স্নেহমণ্ডিত-মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া কি তোমাদের মনে দয়ার সঞ্চার হইল না? তোমরাই কেন সীতার বিশুদ্ধ চরিত্রের অনুকূলে বিতণ্ডা করিলে না? রাম কি কখন মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন? সখে বশিষ্টদেব! তুমিত বিশেষ বিজ্ঞ, অশেষ ধীশক্তি সম্পন্ন; তুমি যদি রাজা রামচন্দ্রকে দুরধ্যবসায় হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিতে; তুমি যদি অমূলক লোকাপবাদ ভঞ্জন করিতে যত্নবান হইতে; তবে কি সীতার এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম হইত? বৎস রাম! তোমারই বা অপরাধ কি দিব? নৃপতিদিগের যত পত্নী আছে, তন্মধ্যে কীর্ত্তিই শ্রেষ্ঠতমা। যে রাজা কীর্ত্তির সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে না পারেন, তাঁহার রাজ্য, ধন, সুখ, সম্পত্তি এবং জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। পরের রসনার প্রতি যাহাদের সতত সুদৃষ্টি রাখিতে হয়, কার্য্য ও বাসনার প্রতি তাহা-দের স্বাধীনতা থাকে কৈ? সকলের মনোরঞ্জন করা যাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহারা কি কখন স্বীয় মনোমত কার্য্য করিতে পারে? রে দুর্ব্বিনীত প্রজা-

বৃন্দ! অনল-পরিশুদ্ধা সাধ্বীর প্রতি কলঙ্কার্পণ করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলি তোরাই এই হৃদয়-বিদারক অনিষ্টাপাতের এক মাত্র কারণ।

মহর্ষি বাল্মীকির বদন হইতে এই সকল বিলাপ বাক্য কাতরে নিঃসৃত হইতেছে, এমন সময়ে সৌমিত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকোক্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মনে শোক প্রবাহ একেবারেই উদ্বেল হইয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ জানকি! তোমার বিরহে পশু, পক্ষী, ঋষি, তপস্বিদিগেরও আর শোক রাখিবার স্থান নাই। হা অগ্রজ! তোমার কেমন কঠিন প্রাণ কিছুই বলিতে পারি না।

অনন্তর লক্ষ্মণ বাল্মীকির সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। কহিলেন ভগবন্! আমি রামানুজ। লক্ষ্মণকে নিকটে দেখিয়া, মহর্ষি সস্নেহ সম্ভাষণে কহিতে লাগিলেন, বৎসরে! আমার জীবন অতি চঞ্চল হইয়াছে, জানকির বিয়োগ শল্যে হৃদয় একবারেই জর্জ্জরিত হইতেছে। সীতার সহিত পৃথিবীর সকল সুখ যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, বৎস! সীতা যে নিতান্ত পতিরতা ও একান্তই বিমল-স্বভাবা, তাহাতো তোমার অগোচর নাই। তুমি

কেন রাজা রামচন্দ্রের ভ্রম নাশ করিলে না? তুমিই কেন দুর্ব্বিনীত-প্রকৃতিপুঞ্জের মন হইতে কুসংস্কার তিরোহিত করিতে যত্নশীল হইলে না? লক্ষ্মণ! বলদেখি; এমন করুণাময়ী আর কি কখন দেখিয়াছিলে? রাম এমন সরলতার প্রতিমা একেবারেই সাগরে বিসর্জ্জন করিলেন? সুবর্ণ পুত্তলিকাকে কোন্ প্রাণে জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন? বৎস! তোমার কি স্মরণ হয় না, যখন পিতৃ সত্য পালনে, কাননে গমন করিয়াছিলে, যখন কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া, এবং ভীষণ-আতপ তাপে একান্তই ক্লান্ত হইয়া, তোমরা মরীচিকা ময়ী প্রান্তরে, তরু মূলে উপবেশন করিতে? সে সময় জানকী স্বকীয় ক্লেশকে কষ্টকর না ভাবিয়া, পথশ্রমে শ্রান্তিযুক্ত না হইয়া, কেবল রাম সেবায় সময়াতিপাত করিতেন। লক্ষ্মণ! আমি চিরসন্ন্যাসী, সংসার মমতা, অথবা অপত্য স্নেহ আমার হৃদয়ে কখনই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। মদীয় বাৎসল্য স্নেহ যে কাহাকেও স্পর্শ করিবে, এমন ভরসা ছিল না; বৎস! জানকী যে দিন তপোবনে আসিয়াছিলেন সেই দিনই আমার সহিত সাক্ষ্যাত হয়! আমি তাঁহার পরিচয় ও তাদৃশ শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া,

তেমন শান্ত মুখ মলিন দেখিয়া এবং প্রিয়দর্শন কান্তি, বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া, একেবারেই অন্ত-র্দাহে দগ্ধীভূত হইয়াছিলাম। যদিচ আমি বাহ্যে কোন প্রকার ব্যাকুলতা অথবা শোক প্রকাশ করি নাই বটে, কিন্তু কতক্ষণ যে আমার মন বাহ্য-বস্তু অনুভব করিতে পারে নাই, তাহা আমি বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সে সময় যে কোন্ বিষয়ের আন্দোলন করিয়া, ভগ্ন চিত্ত হইয়াছিলাম, তাহা স্বয়ং তৎকালে অনুমান করিতে পারি নাই। আমি অনেক-ক্ষণ পরে, বোধ হয় কথা কহিয়াছিলাম, সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ! আর রোদন করিও না। যাহা ঘটিবার, তাহাত ঘটিয়াছে, এই ক্ষণে আমার আশ্রমে চল; তনয়াকে পিতা যেরূপ স্নেহ সহকারে পালন করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে তদনুরূপে প্রতিপালন করিব। সীতা আমার পরিচয় পাইয়া, পিতৃ সম্বোধন করিয়া, পশ্চাদ্গা-মিনী হইলেন। তদবধি, আমার আশ্রমে যত দিন ছিলেন, পিতৃ সম্বোধনই করিতেন। আমি যখন মধ্যাহ্ন কালে ভাগিরথী-তীর হইতে প্রখর তপন প্রভায় তাপিত হইয়া গৃহে আসিতাম, তখন

জানকী যে পিতৃ সম্বোধনে সুমধুর স্বরে ডাকিতেন, শুনিয়া আমার কর্ণ কুহর সুধা-সিক্ত ও বিকৃত মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইত। লক্ষ্মণ! অমন মধুরস্বর আর কি কখন শুনিতে পাইব? অমন অমৃত গর্ভ বাক্য আর কি কখন কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে? হা হৃদয়! বৃদ্ধাবস্থায় যে, ঈদৃশ শোক-হুতাশন আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবে তাহা স্বপ্নেও একবার ভাবি নাই। এই বলিয়া বাল্মীকি বাচংযম হইলেন। সহস্র সহস্র শোকাশ্রু বিন্দু তাঁহার নয়নকে আশ্রয় করিল।

এবংপ্রকার বিলাপ-বাক্য লক্ষ্মণের মন স্পর্শ করিলে, জোয়ারের প্রবল প্রবাহ, প্রবাহিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন উথলিয়া উঠে, তদনুরূপ তাঁহার শোকসাগর একেবারেই উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। বহু ক্লেশে প্রাপতিত শোক, অপেক্ষাকৃত সংযম করিয়া, বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অকরুণ বিধাতার যাহা মনে ছিল, তাহাত তিনি বিধান করিয়াছেন; নতুবা আর্য্য রামচন্দ্রের অপ্রতিহতা বুদ্ধি, স্নেহ, দয়া, বিনয়, ও সুশীলতা অলঙ্কার স্বরূপ; আর তাঁহার নিতান্তই পত্নী-গতপ্রাণ, সীতা যে একান্ত পতি-

প্রাণা ও বিশুদ্ধাচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; যদি ঈশ্বরেচ্ছা প্রতিকূল না হইত, তাহা হইলে তাঁহার শুভ বুদ্ধির ভ্রংশ হইবে কেন? ভগবন্! যে সর্ব্বনাশ ঘটিবার, যে বজ্রাঘাত হইবার, তাহাত হইয়াছে, আর শোকাভিভূত হইবার ফল কি? এইক্ষণ আমার নিতান্তই বাসনা যে, আপনি পুনরায় তপোবনে গমন করুন, তপঃপ্রভাবে মনোবৃত্তিকে আবার সুস্থির করুন; মহাত্মন্! এই জগতের সকল পদার্থই ক্ষয়ধর্ম্মশীল, উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নিধনেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে; জড় পদার্থের অবিনাশি শক্তি নাই। বিশেষ কারণ উপলক্ষিত হইলে, জীবন বায়ু বহির্গত হয়; এই বলিয়া লক্ষ্মণ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাল্মীকি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দুকান্তা অবসান প্রায়। মৃদু মৃদু অনিল প্রবাহে, যেন বিন্দু বিন্দু তিমির উড়াইতেছে। পূর্ব্বদিকে

শুক্লাভা লক্ষিত হইতে লাগিল। দুই একটী পাখী ডাকিতেছে। লক্ষ্মণ এই সুরম্য সময়ে, বাল্মিকি-সমীপ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, যজ্ঞভূমির মধ্যস্থ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞস্থলীর পশ্চিম পার্শ্ব হইতে যেন মনুষ্যের কাতর কণ্ঠস্বর, তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি কিছুক্ষণ স্থির-ভাবে অবস্থান করিয়া, শব্দোদ্ভব প্রদেশাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

আজও মিথিলাধীশের সহোদর, অনুচর ও মিথিলা নিবাসিনী কামিনীগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে। কয়েকটি সমবয়স্কা মহিলা, সীতাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, প্রিয়-ভগিনি জানকি! আমরাকি ইহাই দেখিতে অযো-ধ্যায় আসিয়াছিলাম? আমরা যখন শুনিয়াছিলাম, রাজা রামচন্দ্র সীতাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন, তখন যে আমাদের আনন্দ রাখি-বার আর স্থান ছিল না! ভাবিয়াছিলাম, আমাদের প্রিয় সখির দুঃখের অবসান হইয়াছে; আমরা অযো-ধ্যায় গমন করিলে, পরস্পরের সুখ দুঃখ বর্ণন করি-য়া, মানসিক ক্লেশের সমতা করিব। আমরা ইহাই চিন্তা করিয়া সমধিক আকুলিত হইয়াছিলাম,

সীতার বিপদ সময়ে এক দিনও তাঁহার তত্ত্ব করি নাই, সেই সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে অনুযোগ করিলে, সে সময় কি উত্তর করিব? যখন আমরা প্রীতি প্রফুল্ল সতৃষ্ণ নয়নে, জানকীর-নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্রমা অবলোকন করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে যাইব; তিনি যদি পূর্ব্বাচরণ স্মরণ করিয়া, আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ না করেন, তখন আমাদের কি উপায় হইবে? তখন আমরা তাঁহার কোমল-করপল্লব ধারণ করিয়া বিনয় করিব। ভগিনি! ভ্রমবশতঃ আমাদের যে বিষম অপরাধ হইয়াছে, তাহার ত আর উপায় নাই। আমাদের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন ও সদয় হইয়া সেই বাল্যভাব স্মরণ করিয়া প্রসন্না হও! অবশ্যই অনুনয়ে বাধ্য হইয়া, করুণাময়ীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইবে, অবশ্যই উৎফুল্ল নয়নে আমাদিগের প্রতি অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিবেন, স্নেহ সহকারে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করিবেন। আমাদিগকে অবলোকন করিয়া, সীতার চক্ষে প্রফুল্লতা একেবারেই ক্রীড়া করিতে থাকিবেক, বহুদিনের পর বাল্য সহচরীদিগের সহিত সম্মিলনে, সীতা কতই হর্ষ প্রকাশ করিবেন

কত লোকের কত কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন!!! কাহার ও সুখের অবস্থা শ্রবণ করিয়া স্মিত বদনা হইবেন; এবং কাহারও বা বিষমাবস্থা আকর্ণনে বিরস বদনা ও বিষাদ সাগরে একেবারেই মগ্না হই-বেন। দিন যামিনী কেবল আমাদের আনন্দালা-পেই অতি বাহিত হইবেক। আমরা তাঁহার নিকট কত বিষয় শুনিতে অভিলাষিণী হইব। কখন বা তাঁহার নিদারুণ ক্লেশের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, আমাদের হৃদয় একেবারেই দ্রবীভূত হইবেক; কখন বা অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমা-দের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইবেক; কখন বা রাবণ প্রভৃতি বীর বৃন্দের বিশেষ বিক্রম ও ভীষণ প্রকৃতির বিষয় অবগত হইয়া একেবারেই বিস্ময়ে, ভয়ে, আমাদের মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। হা প্রিয়-বয়স্যে! আমাদের আশা কি এই ফল-বতী হইল? কত যে সুখময় ফল লাভের প্রত্যাশা ছিল, কত যে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ প্রভা মনে অস্ফুটরূপে বিলীন হইয়াছিল! এই কি তাহার সাফল্য সম্পাদন হইল? হা প্রিয়সখি! আমরা মিথিলায় গমন করিলে, যখন রাজমহিষী আমা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমার জানকী কেমন

আছেন"? তাঁহাকে আমরা কি বলিব? কি রূপে আমাদের মুখহইতে এতাদৃশ বজ্রসম বাক্য বহির্গত হইবে?

স্থলান্তরে রাজানুজ কুশধ্বজ জনককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ভগবন্ রাজর্ষে! আপনার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি যে ক্ষিতি সম্ভূত অমূল্য রত্ন, অতি যত্নে লাভ করিয়াছি-লেন, যে রত্ন হৃদয়-সর্ব্বস্ব, যে রত্নের শান্ত প্রভা-ব্যতীত জগতে আপনার আর সুখের বস্তু ছিল না; অতি বিশ্বস্ত পাত্র বোধে, যাহার হস্তে সুরক্ষিত করিতে অনুনয়ও বিনয় সহকারে সমর্পণ করিয়া-ছিলেন, যিনি সুযত্নে রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, হায়!!! সেই রাক্ষসের বিষম বাক্য রূপ বজ্রাঘাতে, সেই রত্ন একেবারেই ক্ষিতি হইতে অন্তর হইয়াছে। হা প্রিয় বৎসে জানকি! হা বিমল চন্দ্রাননে! হা পিতৃকুল বৎসলে! তোমার বাল্য বদনেন্দু প্রভা আমার হৃদয়ে এখনও যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। বৎসে! তুমি যে গলা ধরিয়া আধ আধ স্বরে কথাগুলি বলিতে, তাহা আর ভুলিতে পারিব না। মায়াময়ি! মায়াজালে অবরুদ্ধ করিয়া শেষে বিয়োগ রূপ বিষম বিষময় বাণে একেবারেই

হৃদয় ভেদ করা কি উচিত হইয়াছে? আমার হৃদয় শুষিরে শোকরূপ কালভুজঙ্গ প্রবিষ্ট হইয়া একেবারেই যে সহস্র ফণায় দংশন করিতেছে, আর যে সহ্য হয় না। নির্দ্দয়-রাম! পত্নী প্রতিপালনের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি না জানিয়া পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া, একেবারেই আমাদের সর্ব্বনাশ করিলে, সীতা ত তোমার হাতে পড়িয়া এক দিনও সুখ ভাগিনী হয় নাই? সীতা আমাদের সমাদরের ধন, পরম সুখে থাকিবেন বলিয়া পৃথিবীস্থ নৃপতিগণের মধ্যে তোমাকে সুশীল ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সমর্পণ করিয়া মনে মনে কত সুখী হইয়াছিলাম। এই কি তাহার প্রতিফল দিলে? তোমার মনে কি এই ছিল?

কুশধ্বজের মুখহইতে এতাদৃশ বিলাপ পূর্ণ বাক্য কাতরে নিঃসৃত হইতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন্! আর বিলাপ করিলে কি ফল হইবে? যে অত্যাহিত ঘটিয়াছে, তাহার ত আর হাত নাই। রোদন করিলে কি অভীষ্টফল লাভ করিবেন? শোক, মোহে, শরীর ক্ষয় করিলে আর কি ফল হইবে? শোকে অভিভূত হইলে, রাজধর্ম্ম ও মনুজধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইবে।

কুশধ্বজ কহিলেন বৎস লক্ষ্মণ! তুমি যাহা যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য বটে, কিন্তু কি বলিয়া আর মনকে বুঝাইব; আমাদের হৃদয়ানন্দের আদর্শ উঠিয়া গিয়াছে। মিথিলায় গমন করিলে, যখন সীতার কথা সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি বলিব? যজ্ঞের আনন্দোৎসব দেখিতে আসিয়া কিরূপে সীতার নিধন বার্ত্তা সকলকে বিজ্ঞাপন করিব? বৎস! রাম কি এত কঠিন হৃদয়, রাম কি এত নির্দ্দয়, রাম কি এত নরাপসদ? হা সীতে! কোথায় রহিলে? তেমন স্নেহ মণ্ডিত মুখ আর ত দেখিতে পাইব না। বৎসে জানকি! তোমার সারল্য ধাম যে নয়ন তাহাতে এক দিন ও প্রফুল্লতা প্রকটিত হওয়া দূরে থাক, চিরকাল কেবল অশ্রু-বিন্দুই আশ্রিত ছিল।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! শোকের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে উহাতে যত অভিভূত ও কাতর হওয়া যায়, উত্তরোত্তর শোক প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়া, মনকে ততই ব্যাকুলিত ও অপ্রকৃতিস্থ করে, শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, অনেকেই নিধন প্রাপ্ত হয়, এই অনিবার্য্য দুর্ঘটনা মনে করিয়া একেবারেই এত শোকাভিভূত হইয়া, অমূল্য জীবন রত্ন বিসর্জন

করিবার ফল কি? এই বলিয়া লক্ষ্মণ তথাহইতে সকাতরমনে প্রস্থান করিলেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাত সময়ে, লক্ষ্মণ সরযুর সুনির্ম্মল সলিলে, অবগাহন করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। অনেক ক্ষণ অনন্য মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শোক সন্তপ্ত অযোধ্যা নগরে আর প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা নাই। আর অযোধ্যা বাসীগণের, হৃদয় বিদারক বিলাপধ্বনি শুনিতে বাসনা নাই। আতপ বিশুষ্ক কুসুমের ন্যায়, বিগত কান্তি রাজ ভবনে যাইতে আর মন সরে না। মনে মনে কতই খেদ হইতেছে। হায়!!! যদি নিশাচর যুদ্ধে আমার জীবনাবশেষ হইত, অথবা পিতা যদি কোন কারণ বশতঃ আমাকে চির নির্ব্বাসিত করিতেন, কিংবা যদি কোন উৎকট কারণে আমার অপঘাত মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাইতাম। সরলহৃদয়া বিশুদ্ধস্বভাবা সীতার এতাদৃশী দুর্গতি আমার স্বচক্ষে দেখিতে হইত না। হা বিধাতঃ!

তোমার মনে কি এই ছিল? অযোধ্যার সুখেন্দু প্রভা একেবারেই কি অন্তর্হিত হইল? আর আমি নগরে গমন করিব না। অবশিষ্ট জীবন বন ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন করিয়া যাপন করিব। হা মাতঃ কৌশল্যে! মাতঃ সুমিত্রে! হতভাগ্য লক্ষ্মণ, এজন্মের মতন স্নেহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, গমনে উদ্যত হইয়াছে। জননি! কুসন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া, এবং প্রাণান্ত পরিশ্রমে প্রতিপালন করিয়া, মনে মনে আশা করিয়াছিলে, পরিণামে আমা হইতে সুখভাগিনী হইবে। মাতঃ! সেই ক্লেশ বিফল হইল। সেই আশা আকাশ কুসুমের ন্যায়, প্রীতি প্রদায়িনী হইল। জননি! আমাকে যে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে, আমাহইতে যে সুখ সংবর্দ্ধন হইবে ভাবিয়া ছিলে, ইহা আর মুহূর্ত্তমাত্র মনে করিয়া তাপিত হইবেন না। যে সন্তান মাতৃ স্নেহ অনায়াসে বিস্মৃত হইল, এমন পামরকে স্মরণ করিয়া, শোকাভিভূত হওয়া কি উচিত? জননি জন্ম ভূমি! আজন্ম বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া, অপত্য নির্ব্বিশেষে পোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলে। আমি এমনিই অভাজন আপনার হিত সাধন করা দূরে থাক্, নিতান্তই পামর ও কৃতঘ্নের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত

হইয়াছি!! হা পুরোবাসিগণ! দুরাচার লক্ষ্মণ তোমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে, তোমরা আমার নাম স্মরণ, ও আমি যে রাজ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহা একবারও চিন্তা করিয়া, তাপিত হইবে না। আমাদ্বারা জগতের কিঞ্চিন্মাত্রও হিত সাধন হয় নাই। হে জগতীস্থ জীবগণ! আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করি যেন আমার জন্য কেহ একবিন্দুও অশ্রু মোচন না করেন।

পরিশেষে পূর্ব্বাভিমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন ভগবন সরোজ-বন্ধো! আপনি এই বিপুল রাজ বংশের নিদান, এই বিশুদ্ধ বংশে কতশত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া, যেরূপ লোকাতীত সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল যশঃপ্রভা অবলোকনে প্রাগুক্ত মহাত্মাগণের জীবন কাল ঠিক্ বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়। হে দেব দিনবন্ধো! বলিতে লজ্জা হয়, যে বিমল বংশে সগরপ্রভৃতি শত শত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই অভাজনও তদ্বংশ সম্ভূত। আর আমার লোকালয়ে অবস্থান দ্বারা আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া, আপনাতে কলঙ্ক সংস্থাপন করা

উচিত নহে। জনসমাগম-শূন্য বিজন অরণ্যে যাওয়াই শ্রেয়স্কর। করুণাময়! যদি অপত্য-স্নেহ নিতান্তই বিস্মৃত হইতে না পারেন, তবে একটী অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া অভাগাকে কৃতার্থ করুন। আপনার সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ রশ্মি দ্বারা এই দেহকে ভস্মীভূত করিলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। এই বলিতে বলিতেই লক্ষ্মণের নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুজল নির্গত হইয়া, বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। আবার রামচন্দ্রের বিসদৃশ অবস্থা স্মরণ করিয়া আরও আকুলিত হইলেন। "আর্য্য যে দুর্লঙ্ঘনীয় শোক-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন, আর যে উত্তীর্ণ হইবেন এমন আশা নাই। এই বিষমাবস্থায়, আমি পরিত্যাগ করিলে, তিনি কি মনে করিবেন? তিনি কি আমাকে নিতান্তই কৃতঘ্ন ও স্বার্থপর ভাবিবেন না? তিনি কি ভাবিবেন না, যে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, সম্পদ ও শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশের সময় আমার আজ্ঞাবহ ছিল, বিপদের সময় আর আর সকলের ন্যায় সেও আমাকে পরিত্যাগ করিল! হা সম্পদ! তোমার কি চমৎকার বশীকরণ শক্তি! মিত্রতা, কুশলতা, লোক-প্রিয়তা প্রভৃতি সকলই তোমার অনুগমন

করে। আর্য্য! আপনি আমার মন জানেন, কিন্তু আমার কার্য্য দেখিয়া অবশ্যই মনে ভাবিবেন, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ চিরকাল আমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী ছিলেন; কিন্তু এইক্ষণ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। হায়! বিপদের সময় যে, বন্ধু বান্ধব, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা সকলেই পরিত্যাগ করে; কেহই যে নিকটে আসিতে ইচ্ছা করে না, এই যে চির প্রচলিত প্রবাদ আছে, আপনি কি এই প্রত্যক্ষ উদাহরণ দৃষ্ট করিয়া সেই বাক্যের সাফল্য ভোগ করিবেন না? হা জগজ্জনগণ! আমি যে, দুর্ব্বহ শোক-ভার বহন করিতে না পারিয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাত কেহই ভাবিবেন না। সকলই মুক্ত কণ্ঠে বলিবে; লক্ষ্মণ নিষ্ঠুর! এমন করুণাময় অগ্রজের বিপদের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। আরত কেহ কাহার নিকট বিপদুদ্ধারের আশা করিবে না। সকলেই বলিবে রাজা রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতে লক্ষ্মণের কি না উপকার করিয়াছিলেন? যদি আপনার জীবনাবশেষ করিলে লক্ষ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শিত, তাহাতেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

এখন সেই লক্ষ্মণ যখন সীতা-বিয়োগ-বিধুর রামকে পরিত্যাগ করিল, তখন আর মনুষ্যের দ্বারা উপকারের আশা কৈ? আর্য্য যদি এই দুর্ব্বহ শোকভার বহন করিয়া দুদিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়েন। আমার এই আচরণ শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ত্যাগ করিবেন। আমি তাঁহার প্রাণপ্রয়াণের পথ আরও সুপরিস্কার করিলাম। রে হত জীবন! তুমি আজন্ম কেবল ক্লেশ ভার বহন করিতেই সৃষ্ট হইয়াছ; আর শোক-সন্তপ্ত-সলিলে এই যে নূতন পড়িয়াছ তাহাও ত না; অনেক দিন হইতেই অভ্যাস হইয়াছে; তবে আর এখন ভয় কি? রে বজ্র হৃদয়! পিতার মৃত্যু, রাম-সীতার বনবাস, পরে সীতার মৃত্যু অবলোকন করিয়াও, যদি সে ভার সহ্য করিতে পারিয়াছ, তবে এখন আর বিচলিত হইতেছ কেন? আমি, যে অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টের আশঙ্কা মনে করিয়া তাপিত হইতেছি; পরিত্যাগ করিলে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। সাক্ষ্যাতে যদি কোন উপায়ে রক্ষা করিতে পারি, তবে আর অত্যল্প কারণে চির কলঙ্কভার কেনই বা বহন করি? কেনই বা আর্য্য রামচন্দ্রের স্নেহময় মনে বজ্রাঘাত করি? হা অগ্রজ! সীতার যে, শোচনীয়

পরিণাম ঘটিয়াছে, ইহাতে আপনারত কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না। যখন যজ্ঞস্থলীতে মহামুনি বাল্মীকি সীতার বিশুদ্ধ স্বভাবের বিষয় বর্ণন করিলেন, তখন অনর্গলকণ্ঠে কেহইত স্বীকার করিলেন না; যে, তিনি বিশুদ্ধাচারিণী! তখন সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এমত অবস্থায় আপনি আর্য্যাকে কিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন? যদি সর্ব্ব সাধারণের অনুমোদন ভিন্ন গ্রহণ করিতেন্, তবে পরিত্যাগেরই বা কি ফল ছিল? যাহা হউক এইক্ষণে আমাকে বনবাসের অধ্যবসায় হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া, আবার অযোধ্যায় যাইতে হইল। দেখি জগদীশ্বরের মনে কি আছে; বিধাতা কি সূর্য্য-বংশের সুখ-সূর্য্য, এই হইতেই চির রাহুগ্রস্ত করিবেন; জগতের একটী অত্যুৎকৃষ্ট-বস্তুর একেবারেই কি বিনাশ হইবেক? হে করুণা-নিধান! সূর্য্যবংশের প্রতি আপনার যে স্নেহ তাহা যেন চিরকালই অবিকৃত থাকে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জানকীর প্রাণ-প্রয়াণের পর, "হা প্রণয়িনি!" এই বলিয়া যজ্ঞস্থলীতে জানকী-জীবন রাম একেবারেই হত-চেতন হইয়াছিলেন। "অযোধ্যার সুখ-চন্দ্রিমা আজ্ কি সত্য সত্যই অস্তমিত হইল?" এই বলিয়া, অনুজবর্গ ও অনুচরবর্গ একেবারেই হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের তদানীন্তন অবস্থা অবলোকন করিয়া, সরস-হৃদয় মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বজ্রসমকঠোর হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছিল। সকলে যত্নসহকারে চৈতন্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বহুল প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি জীবিত লক্ষণ সকল স্পষ্ট রূপেই উপলব্ধি হইতেছে। এইক্ষণ কি করা উচিত, এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে, ভ্রাতৃগণ সুমন্ত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলে সামঞ্জস্যমতে তাঁহাকে শিবিকারোহণে বিশ্রাম ভবনে আনয়ন করিলেন।

এখানেও তদবস্থ। রাজীবলোচন হইতে সহস্র সহস্র অশ্রুধারা পতিত হওয়াতে, শয্যা একেবারেই সিক্ত হইয়া গিয়াছে। কমনীয় মুখকান্তি একেবারেই কালিমা কলঙ্কিত হইয়াছে। কৌশল্যা দেবী শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, হাহাকার ধ্বনি, শিরে করাঘাত, আর অনবরত অশ্রুপাত করিতেছেন; ও অতি সকরুণ স্বরে বলিতেছেন, বৎস রাম! আর ত তোমার কষ্ট দেখিতে পারিনে। বাছারে! জীবিত থেকে সন্তানের এমন দুর্ব্বিসহ ক্লেশ কি মার প্রাণে সহ্য হয়? হা জীবন-সর্ব্বস্ব! বৎস! তোমার মার তুমি বিনা ত্রিজগতে আর কেহত নাই? আমি রাজার গৃহিণী ও রাজার জননী হইয়া, চিরকাল কেবল রোদন করিতে করিতে জীবনাবশেষ করিলাম। আর যে প্রাচীনাবস্থায় সহ্য করিতে পারি না; যে দুরাচারেরা মা লক্ষ্মীর চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া, এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, তাহাদের সপুরী যেন সত্বর বিনাশিত হয়।

মা জানকি! সত্য বটে, আমি তোমারে গর্ভে ধারণ করি নাই, কিন্তু তোমার সুশীলতায়, গর্ভ গৃহীত তনয়া হইতে যে সুখের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, তদধিক সুখভাগিনী হইয়াছিলাম। হা সীতে!

তোমার বিহনে এই রাজভবন শ্রীহীন ও সম্পত্তি বিহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার অভাবে আমার সোনার বাছার যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহাও তুমি দেখিতে পাইতেছ না।

হা কৌশল্যাজীবন! তোর জননীর জীবনের অবসান হইল। বৎসরে! উঠ উঠ। বোধ হয়, আর মুহূর্ত্ত মাত্রও যে তোমার ঈদৃশী অবস্থা দেখিতে পারি না। বাছা! আমার অতি কঠিন প্রাণ বলিয়াই এখনও বহির্গত হয় নাই। রামরে! রাজভবনের কেহই এই কয়েক দিন, অন্য ভক্ষ্য বস্তু দূরে থাক, এক বিন্দু জলও মুখে দেয় নাই। বৎস! তোমার তনয় দুটী মা বিনা আর কিছুই জানে না; যজ্ঞস্থলীতে জননীর মৃত্যু অবধি তাহারা হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে। আমরা কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিতেছি না। রামরে! তাহারা যে নিতান্ত শিশু; অনাহারে, অতি শোকে, আর কতক্ষণ জীবিত থাকিবে? বৎসরে! উঠ উঠ।

মধ্যে মধ্যে রামের চেতনার সঞ্চার হইতেছে। প্রথমবার চেতনাগমে, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে নয়ন উন্মীলন করিলেন। হা জীবিতেশ্বরি!

তুমি কোথায় রহিলে? আমি কোথায়! আমি যে যজ্ঞস্থলীতে ছিলাম, এখানে কে আনিল? প্রিয়ে! চিরসম্বন্ধ ছেদন করিয়া কোথায় রহিলে? আর কি দেখিতে পাইব না? আর কি সেই মধুরস্বর শুনিতে পাইব না? হা রাম-হৃদয়-সর্ব্বস্বে! হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে! হা চারুচন্দ্রবদনে! তোমার চারু মুখত আর কখনই ভুলিতে পারিব না! আমার হৃদয়ে যে সেই মূর্ত্তি আজীবন অঙ্কিত থাকিবেক। প্রিয়ে! স্নেহ-মমতা শূন্য হইয়া তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে; কিন্তু আমি তোমার মধুরচ্ছবি চিরকালই হৃদয়ে ধারণ করিব। প্রাণা-ধিকে! আমি চক্ষু মেলিয়া যে চারিদিকে তোমারই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। জগতে আমার আর কোন দৃশ্য পদার্থ নাই আর শোভার বস্তু ও নাই। প্রিয়তমে! রাজত্ব কি বিষম বিপদের আস্পদ! সাধারণের মনোরঞ্জন করা কি দুরূহ ব্রত! আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের বাক্যের উপর যশঃ অযশের ভার নির্ভর রাখিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! হা হতহৃদয়! সীতার প্রতি যে অকৃত্রিম-স্নেহ সঞ্চয় ছিল, তাহা প্রকাশের সময়াভাবপ্রযুক্ত অন্তরেই বিলীন হইল। প্রিয়ে

জানকি! তোমার অকৃত্রিম প্রণয় কি জীবন সত্ত্বে বিস্মৃত হইতে পারিব? যখন আমি পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে কাননে গমন করিয়াছিলাম, তখন যে তুমি সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়া, আমার অনুগামিনী হইয়াছিলে? বনচারিণী হইয়া কি না ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলে? তেমন যে রূপ লাবণ্য একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। দেহের কমনীয়তাও কিছুমাত্র ছিল না; তবু একটী দিনও স্বকীয় ক্লেশকে কিছুমাত্র ক্লেশকর বোধ কর নাই। নিরন্তর আমার নিমিত্তেই রোদন করিতে। পরিশেষে দুর্বৃত্ত দশানন হরণ করিয়া, কত যন্ত্রণা ও কতই ক্লেশ দিয়াছিল। বেত্রাঘাতে বোধ হয়, তোমার মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তবু একটী দিনও আমার কিছু মাত্র নিন্দা কর নাই। নিরন্তর আমার উদ্দেশে রোদন করিয়াছিলে। হা প্রিয়ে! আজ যে আমার শোক-সিন্ধু একেবারেই উথলিয়া উঠিতেছে। ভূত পূর্ব্ব আচরণ সকল স্মরণ হইতেছে। হায়! আমি যদি রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া, এমন পতিহিতৈষিণী প্রণয়িনীর সহিত চির বনবাসী হইতাম, সেও আমার অশেষ সুখের ও মঙ্গলের কারণ হইত। প্রিয়তমে! উদ্ধার করিয়া আমিই বা কি অনুকূলা-

চরণ করিয়াছিলাম? স্নেহ-প্রতিমা একেবারেই জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। হায়, আমার কি কঠিন হৃদয়! প্রিয়ে! মৃত্যু কালীন আমার আচরণ স্মরণ করিয়া কতই তাপিতা হইয়াছিলে। হায়! এই পৃথিবীতে আমার ন্যায় হত ভাগ্য ও নৃশংস পতি আর যেন কোন কামিনীর ভাগ্যে না ঘটে। আমি যখন এমন পতিপ্রাণা সাধ্বীর প্রতি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ করিয়াছি, তখন আর আমার অসাধ্য কি আছে? হা হতপ্রাণ! তুমি এখনও এই হতভাগ্যকে পরিত্যাগ কর নাই? কি আশ্চর্য্য!!! এই বলিয়া পুনরায় শোকমোহে হতজ্ঞান হইলেন।

অনেক ক্ষণ পরে আবার চেতনার সঞ্চার হইলে, দেখিতে পাইলেন, শয্যাপার্শ্বে জননী রোদন করিতেছেন। কৌশল্যার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার শোক প্রবাহ আরও উথলিয়া উঠিল। রামচন্দ্র অতি বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আর রোদন করিবেন না। যাহা বলিতেছেন সকলই বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার মন অতিশয় অস্থির হইয়াছে; আর, মনের স্বাভাবিক ধারণা শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। যেমন নিতান্ত উত্তপ্ত

ভূমিতে বীজ বপন করিলে, তাহা কদাচ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ শোক-সন্তপ্ত আমার চিত্তক্ষেত্রে যতই উপদেশ বীজ বপন করিতে যত্ন করুন, কদাচ কার্য্যকারী হইবে না। মাতঃ! সন্নীতি, সৎশিক্ষা, এইক্ষণ যা কিছু বুঝাইবেন, সমুদায়ই আমার শোক ও ক্লেশের কারণ হইবে।

কৌশল্যাও কাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস রাম! তুমি যে আমার জীবনের জীবন! কত যত্ন ও সাধনের ধন; তুমি ভিন্ন এই অভাগিনীর জগন্মণ্ডলে আর কেহত নাই! তুমি যে আমার এই বিষময় রাজ সংসার-সাগরে অমৃত ময় তরণীস্বরূপ, বাছারে! আমি দিন যামিনী; সতিনী ও তাহাদের কাল ফণিনীস্বরূপা সঙ্গিনীগণের কলহ বিষে জর্জ্জরিত হইতেছি। তোমার চাঁদ মুখ দেখিলে অন্য যন্ত্রণা দূরে থাকৃ, সে সময় আমার যে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ হয়, বোধ হয়, শিরে বজ্রাঘাত হইলেও সেই ক্লেশ অনুভব করিতে পারি না। বাছারে! আমার সকল সুখের মূল যদি নষ্ট হইল, সকল আশা ভরসার পথ যদি অবরুদ্ধ হইল; তবে আর কি সুখে গৃহে গিয়া সুখে সুস্থির থাকিব?

রাম কহিলেন, জননি! চিন্তা করিবেন না, এক্ষণে

আমার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, এত কাতর হইতেছি। কিন্তু এই জগতের সমুদায়ই ক্ষণধ্বংসী অচিরকাল মধ্যে এক ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য ভাবের আবির্ভাব হয়।

জননি! আরও দেখুন প্রথমতঃ পর্ব্বত নির্ঝর হইতে, বিন্দুবিন্দু বারি পতিত হইয়া স্রোত সঞ্চারে ক্ষুদ্র নদী হয়, পরিশেষে প্রবল বেগ ধারণ করে, কাল সহকারে, আবার সেই প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়। মাতঃ! এইক্ষণ আমার শোক-প্রবাহ প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছে উপদেশ রূপ প্রতিরোধক প্রস্তর প্রদান করিয়া এখন কদাচই রুদ্ধ রাখিতে পারিবেন না। সময় সহকারে যখন হ্রস্ববেগ হইবে, তখনই আপনার উপদেশ কার্য্যকর হইতে পারিবেক।

মাতঃ! আর রোদন করিবেন না, অথবা কোন বিষম চিন্তা করিয়া ব্যাকুলিত হইবেন না ; এইক্ষণ অন্তঃপুরে গমন করুন। আমি নির্জনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ক্লেশের শান্তি করি। মা! একেত সীতাশোক আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, এমন সময় আপনাকে শোকাকুলিতা দেখিলে, আমার সেই শোক আরও বৃদ্ধি হইবে। মাতঃ! এইক্ষণ গমন করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নবম দিন মধ্যাহ্ন সময়ে লক্ষ্মণ নিতান্ত মৌন হইয়া অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন! ইতি পূর্ব্বে যে অযোধ্যানগরী মাধ্যাহ্নিক ভোজনামোদে আনন্দময়ী হইয়া উঠিত; তথায় কেবল হাহাকার ধ্বনি সর্ব্বত্র বিরাজিত হইয়াছে। গৃহস্থগণ অন্য কার্য্য পরিহার করিয়া, কেবল অনন্যমনে সীতার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতেছে। প্রাচীনা দুঃখিনী রমণীগণ, হামাতঃ! কোথায় রহিলে; দয়াশীলে! যখন আমরা অনন্যগতি হইয়া আপনার নিকট যাইতাম, আপনি সাদর সম্ভাষণে আহার করাইতেন; আমাদের ক্লেশ দেখিয়া, আপনি তাপিতা হইতেন, কত বুঝাইতেন। বাছা সকল রে! রোদন করিও না দুঃখ কাহারও জন্য চিরদিন বসিয়া থাকে না। মা সকল! শুন যখন রাবণ হরণ করিয়া আমাকে লঙ্কাপুরে লইয়া গিয়াছিল, তখন যে আমি অপার দুঃখ-সাগরে পতিত হইয়াছিলাম; এক মুহূর্ত্ত ভাবি নাই যে, আমার এই ক্লেশের আবার অবসান হইবে। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমার

সেই দুর্দ্দিনেরও শেষ হইয়াছে। বাছারে! কায়মনো বাক্যে জগদীশ্বরকে স্মরণ, ও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ কর; অবশ্যই এদিন বসিয়া থাকিবে না। তিনি করুণাময় জগৎপিতা, অবশ্যই দয়ার্দ্র চিত্ত হইবেন। মা জানকি! আমরা চির দুঃখিনী, কখনই আমাদের মনে প্রফুল্লতার উদয় হইত না; কিন্তু আপনার সেই অমৃতময় হিত-গর্ভবাক্য শ্রবণ করিয়া, যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইতাম, তাহা আর কি ভুলিতে পারিব? সহস্র প্রকারে ক্লেশিত ও তাপিত হইয়া, শিশু সন্তান যেমন মাতৃ-ক্রোড়ে গমন করিলে, সকল শোক বিস্মৃত হয়; তদ্রূপ তোমার স্নেহময়-মুখ দেখিলে, আমরা যে সকল কষ্টই ভুলিয়া যাইতাম। হা মাতঃ! হা অনাথ বৎসলে! কোথায় রহিলে? আমরা যে এখন সুখহীন, সম্পত্তি হীন, ও মাতৃহীন হইলাম; ক্ষুধা পাইলে আর কার কাছে যাইব? কার কাছে আর দুঃখের কথা বলিয়া শীতল হইব? কেই বা আর হিত কথা বুঝাইয়া আমাদিগকে প্রফুল্লিত করিবে! রামচন্দ্র! সীতাভার বহন করা কি এতই অসহ্য হইয়াছিল?

এই সকল বিলাপোক্তি শ্রবণ করিতে করিতে, লক্ষ্মণ রাজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রমা হইতে চন্দ্রিকা

অন্তর্হিত হইলে, চন্দ্রের যেমন হীন শোভা লক্ষিত হয়, তদনুরূপ রাজ-পুরী মাধুরী হীন হইয়াছে। তিনি যে দিকে চাহিতে লাগিলেন, কেবল অবসন্ন ও অন্ধ-কারময়; চারিদিক হইতে কেবল শ্রবণ কঠোর কাতরোক্তি শুনিতে পাইতেছেন, হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কতই দুর্বিষহ চিন্তার উদয় হইতেছে; কতই অপ্রিয় ঘটনার আশঙ্কা মনকে একেবারেই উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। লক্ষ্মণ এই সকল দুর্নিবার চিন্তা করিতে করিতে রাম-চন্দ্রের শয়ন কক্ষের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের কি দুর্গতি দেখিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, যাইতে যেন আর মন সরে না, চরণ যেন আর চলিতে চাহে না; কতই অশুভ কল্পনা মনে একেবারেই বদ্ধমূল হইয়াছে। মন বিপদ বাত্যাঘাতে একেবারেই দোদুল্যমান হইতেছে। আমাকে অবলোকন করিয়া আর্য্য আরও অভিভূত হইবেন, এই ভাবিয়া অধিক ভীত হইতে লাগিলেন। অথবা তাঁহাকে যদি কোন অত্যধিক দুর্ঘটনা আসিয়া আক্রমণ করে, তবে আমি স্বচক্ষে কি রূপে দেখিব? আমার প্রাণ যায়, সে যন্ত্রণাও আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু অগ্রজের

অণুমাত্র শারীরিক ক্লেশ, অথবা মনস্তাপ, আমাকে স্পর্শ করিলে একেবারেই যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হই। অথবা আর চিন্তা করিলে কি হইবে? যতই কেন দুর্ঘটনা দেখি না, যতই বিপদ হউক না কেন; অবশেষে আমাকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবেক। এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। শয়নকক্ষে আর কেহই নাই, নিঃশব্দ, অচৈতন্যাবস্থায় রামচন্দ্র শয্যাশায়ী আছেন। লক্ষ্মণ নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া একেবারেই আকুলিত হইলেন। কমল হইতে কমনীয়তা অন্তর্হিত হইলে, নিশা হইতে শশধর অস্তমিত হইলে, দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে, তাহারা যাদৃশ বিবর্ণ লক্ষিত হয়, সীতা-রূপ রাজশ্রী প্রস্থান করাতে, রাম তদবস্থায় পতিত আছেন। আর সে রমণীয়তা নাই, শরীর শীর্ণ ও শোভাহীন; শরীরস্থ শ্রেণীকৃত অস্থি-মালা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, মৃত শরীরের ন্যায় মুখে রক্তের সঞ্চার নাই। ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া, লক্ষ্মণ, হা আর্য্য! আমার জীবন সত্ত্বেও আপনার ঈদৃশী দুর্গতি দেখিতে হইল! আমি যে অনিষ্টের আশঙ্কা মনে করিয়া, আকুলিত হইয়াছিলাম;

আমার ভাগ্যে যে তাহাই ঘটনা হইল। হা হত হৃদয়! তোমার এক মাত্র সুখের স্থান, এক মাত্র সম্পত্তি স্থান, এক মাত্র সাহসের স্থান, যিনি তোমায় আজীবন সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন; সেই সুখাধারে যে কাল সর্প সহস সহস্র দংশন করিতেছে; তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? ধিক্—তোমায়!!! এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না? রে নির্ম্মম জীবন! কি সুখে আর এই দেহ ভার বহন করিতেছ? অরে দুরাচারিণি আশা! এখন ও কি তোর পিপাসার শান্তি হয় নাই? পৃথিবীতে আর কি অমৃতময় ফল থাকিল? এই বলিতে বলিতে, রামচন্দ্রের চরণ প্রান্তে উপবেশন করিয়া, অবিরল ধারায় অশ্রুজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে লোচন পরিপূর্ণ হওয়াতে চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এই রূপে যায়, শোকে কণ্ঠাবরোধ হইয়াছিল, দেহস্থ প্রশ্বাসিত বায়ু মুখ-গহ্বর হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়া; নাসা পথে ঘন ঘন প্রবলরূপে বহির্গত হইতে লাগিল। দিবা ক্রমেই অবসান হইতে লাগিল, ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাপের শান্তি হইল। সুশীতল ও

সুমধুর অনিল প্রবাহ বাতায়ন দ্বারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্রের মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চিত হইতে লাগিল; হস্ত পদাদি শরীরের সন্ধিস্থান সকল প্রসারিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ চেতনার সঞ্চার হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হা জীবিতেশ্বরি! কোথায় রহিলে? এই বলিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। উন্মিষিত নেত্র পথে লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইলে, (অমনি ব্যাকুলতা সহকারে) প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ রে! ভাই, সেই অচৈতন্যাবস্থার পুর্ব্বে তোমার সুধামণ্ডিত বদন নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। প্রাণাধিক্ একবার প্রসন্ন নয়নে আমার দিকে দৃষ্টি পাত কর; একবার সহাস্য আস্যে ও সুমধুর স্বরে আমাকে দাদা বলিয়া ডাক। তাহা হইলে আমার কর্ণ কুহর পবিত্র হইবে; মরণেও এখন সুখজ্ঞান করিব। বৎস! আমি যে অনিবার্য্য শোক-সাগরে পড়িয়াছি, আর যে উদ্ধার হইতে পারিব; এমন ভরসা করিতে পারি না। যদি এই শোক-প্রবাহ আমার বিনাশের হেতু হয়, এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব। আমি নিশ্চয়ই জানিয়া গেলাম, তোমাদিগের দ্বারা রাজ-ধর্ম্ম ও মনুজ-ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারিবে; পৈতৃক কীর্ত্তিকলাপাদির ও

লোপ হইবে না। (অপেক্ষাকৃত আকুলতা সহকারে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া) বৎসরে! আমি বিনতি করি, আর একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে যত্নশীল হইবে। আমার এই চিরদুঃখিনী মাতার, এই জগন্মণ্ডলে আর কেহই নাই ভাই! তিনি যখন আমার বিরহে নিতান্তই কাতর হইবেন, তখন যেন উন্মাদিনীর ন্যায়, পথেপথে রোদন করিয়া না বেড়ান। বৎস! মা আমার তো অগাধ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সত্য বটে, জননীর প্রতি সন্তানের যাহা যাহা কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ আছে, তোমা দ্বারা সকলই সুন্দররূপে সুসম্পাদিত হইবে। তবু কিছু বলিতে বাসনা করি, স্থির হইয়া শুন!

মা—যখন আমার শোকে নিতান্তই আকুলিত হইবেন, যখন তিনি স্বকীয় প্রাণকে শত শত বার ধিক্কার দিবেন, ভাই! তখন তুমি মাতৃ সম্বোধনে সুমধুর স্বরে সুখী করিতে যত্নশীল হইবে; আর সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে। বৎস! ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র অল্পতা নিবন্ধন, মার মনে যেন পুত্রহীনা বলিয়া খেদ উপস্থিত হয় না। আর আমার তনয় দুটী নিতান্ত শিশু, শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইল, (নিতান্ত অনন্যোপায়) যেন কদাচ

জনকজননী বিয়োগ শোক তাহাদিগকে স্পর্শ না করে। পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিবে। দেখ! যেন কোন কারণ বশতঃ তাহাদের মনে অসুখের সঞ্চার না হয়, লক্ষ্মণ! আমার মনে এই মর্ম্মান্তিক যাতনা থাকিল, একেত তোমাদিগের স্নেহ মমতা পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম; বিশেষতঃ মা আমার অকূল শোক-সাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন। প্রাচীনাবস্থায় মার যে কি দুর্গতি হইবে, অসময়ে পিতা মাতার যে কিছুমাত্র কার্য্যে লাগিলাম না, এই চিন্তাই আমাকে অধিকতর যাতনা দিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর, তবু প্রবোধ দিবার স্থান ছিল, ভাবিয়াছিলাম, যদি জননীর কিছুমাত্র উপকার করিতে পারি। কিন্তু আমাকে যে নিদারুণ কাল সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহাতে সে আশায়ও বঞ্চিত হইলাম। হা স্নেহ-ময়ি জননি! যত্নার্জ্জিত স্নেহ তরুতে যে গরলময় ফলের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ফলই আপনার জীবন বিনাশের কারণ হইল। মাতঃ! সুসন্তানকে লালন পালন করিলে, পরিণামে সুখবর্দ্ধনের আশা থাকে, কিন্তু আপনি না জানিয়া কাল সর্পকে অমৃত পান করাইয়া, প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আমি এইক্ষণ সেই উপকারের প্রতিশোধের প্রত্যাশায়,

অলক্ষ্যে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই বিষের বিষম জ্বালায় আপনার জীবন শেষ হইবে।

লক্ষ্মণ সবিষাদে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমার মন জানেন; এবং সুখ সম্পত্তি ও রাজ্য-ভোগ লাভের যতদূর প্রবল স্পৃহা, তাহাও অবগত আছেন। তবে স্নেহ মমতা পরিশূন্যতাসূচক বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিয়া, আমার হৃদয় ভেদ করা কি উচিত? ভগবন্! জানকীর জীবন অবসান হইয়াছে, এবং তৎসহ আপনার পৃথিবীর সকল সুখ উন্মূলিত হইতেছে; এই যে হৃদয়-বিদারক বিপত্তি, কি, আমার অশেষ সুখের ও মঙ্গলের কারণ হইবে? বিমাতৃগর্ভ সম্ভূত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়াতে, লক্ষ্মণের সুখের সেতু সুপরিস্কৃত হইল, সকলে একবাক্য হইয়া কি এই বাক্য বলিবে না?

হা সম্পদ! রে দুর্ব্বৃত্ত লোভ! অরে ঘৃণিত দুরাশা! তোদের নিকট কি আজ্ সকল উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরাজিত হইল? আর্য্য! নদীর প্রবাহ যে দিকে ধাবিত হয়, মিলিত অন্যান্য শাখানদী সেই দিকেই যায়, আপনি যদি মৃত্যু-সাগর অভিমুখে ধাবমান হন, আমিও সেই দিকে যাইব। বরং মেঘাবৃত হইলে চন্দ্রমা একেবারেই অদৃশ্য না হইয়া, তারকা কুলই

অগ্রে অস্তমিত হয়। আমি, এই দেখুন,—এখনিই আপনার সম্মুখে জীবন ত্যাগ করি, পরিশেষে আপনার যাহা প্রবৃত্তি হয়, পশ্চাৎ করিবেন।

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভুত দেখিয়া, রাম অধিকতর আকুলিত স্বরে, রে কৃতঘ্ন প্রাণ! এমন প্রিয়তম ভ্রাতার প্রাণ নাশ কি তোর স্বচক্ষে দেখিতে হইবে? প্রাণের ভাই লক্ষণ! আমি এই ভাবিয়া আরও আকুলিত হইয়াছিলাম। আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ, উত্তরোত্তর ভীষণতম বিপদ আসিয়াই আক্রমণ করিতেছে। আরও, ভবিষ্যতে ভাগ্যে কি ঘটিবে; তাহা আমি বলিতে পারি না। তোমার মুখ-চন্দ্র অবলোকন করিয়া, এখনও যদি আমার প্রাণ যায়, তবু মৃত্যুশয্যায় আমি একেবারেই চারিদিক শূন্যময় না দেখিয়া, কথঞ্চিৎ সুখী থাকিব। ভাই! যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ যে দুর্ঘটনা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল, তবে মরণে আর কি মঙ্গল হইল? আমার মরণে এইক্ষণ এই ফল দর্শিতেছে; অগ্রে তোমার জীবন নাশ হইতেছে; তোমার জীবনান্তে জননীরাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন,অন্যান্য অনেকেই তৎসহ অনুগামী হইবেন। ভ্রাতঃ! তবে কি সকলের মৃত্যু আমাকে স্বচক্ষে দে-

খিতে হইল? হা নিদারুণ অদৃষ্ট! রে অকরুণ বি-
ধাতঃ! আমার কপালে কি এতই দুঃখ লিখিয়াছি-
লে? এই বলিয়া রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া
রহিলেন। প্রভূত বাষ্পবারি নয়নে সঞ্চারিত হইয়া,
নয়ন-তারকা বিস্ফারিত করিল। নীর-ভার সহ্য করি-
তে না পারিয়া, লোচন যেন ফাটিয়া অবিরল ধারায়
অশ্রুজল বিগলিত করিতে লাগিল। নির্বাত সময়ে
নবীন মেঘ হইতে যেমন জলধারা পতিত হয়; রাম
নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ তদনুরূপ স্থিরভাবে রোদন
করিলেন। পরিশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,
ভাই লক্ষ্মণ! আর যে যাতনা সহ্য হয় না; তুমিত
নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় বলিলে, জীবনান্ত কর যন্ত্রণা
অগ্রে আমাকে স্পর্শ করিবে। ভ্রাতঃ! এখন বল
দেখি! অবশ্যম্ভাবি মৃত্যু-ভার হইতে আমি কিরূপে
নিস্তার পাই? আমার জীবনের জীবনী শক্তি অগ্রেই
প্রস্থান করিয়াছে। এইক্ষণ আমার দেহকে এমন
প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতেছে, যে মূহুর্ত্তমাত্র আর
স্থির হইতে পারিতেছি না। আমার বুদ্ধির
ভ্রংশ হইয়াছে! যদি কোন দেহ রক্ষার উপায়
থাকে, বল; আমি তাহাই অবলম্বন করিতেছি।
ভ্রাতঃ! যে কয়েক দিন জীবিত থাকি, এই দুর্ব্বহ

শোক-ভার বহন করিতে থাকিলাম। কিন্তু মরণই আমার এক্ষণে নিতান্ত অভিলষনীয়। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র ভক্তি, শ্রদ্ধা, মমতা থাকে, তবে প্রসন্ন মনে আমার মরণে অনু-মোদন কর। আমি সর্ব্বসন্তাপ ও বিপদময় যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শীতল হই।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! সীতা শোকই যদি আপনার জীবন বিনাশের কারণ হয়, আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, এই বিপুল সূর্য্য বংশের কেহই জীবিত থাকিবে না। কালের বশবর্ত্তী হইয়া, যদি স্বাভাবিক কারণ বশতঃ জীবন-বায়ু বহির্গত হয়, তাহা হইলে আর এত কষ্টের কারণ হয় না। কিন্তু যদি শোক-সন্তপ্ত হইয়া, আপনার জীবন যায়, তবে সে দুঃখ কাহারও প্রাণে সহ্য হইবেক না। ভগবন! যে বিষয়ের যতই অনু-ধ্যান করা যায়, সেই বিষয়ে মন ততই আকৃষ্ট হয়, আপনি যতই শোকের অনুশীলন করিবেন, দুর্বিষহ শোক আপনার মনকে ততই আকর্ষণ করিয়া, একেবারেই অভিভূত করিবে। এক্ষণে আমার নিতান্তই অভিলাষ যে, অন্যান্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়া, ক্রমেক্রমে শোক সংযত করুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জলপূর্ণ বৃহৎ কুম্ভের, এক পার্শ্বস্থ অণুমাত্র রন্ধ্র দ্বারায় বিন্দু বিন্দু বারিপতিত হইয়া, যেমন ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া কলসের শূন্যতা সম্পাদন করে; তদ্রূপ লক্ষ্মণের বিনয় বাক্যরূপ রন্ধ্র দিয়া রামের হৃদয়-কুম্ভস্থ শোক-সলিল, দিন দিন, একটু একট করিয়া বিগলিত হইয়া, হৃদয় অপেক্ষাকৃত শোক শূন্য করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ তাঁহার শোকাপনোদনার্থে প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে, কোন দিন শ্যামল পল্লবযুক্ত তরুমণ্ডলীর মধ্যে, কোন দিন বা নব দূর্ব্বা-দল সুশোভিত প্রান্তর মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ভ্রমণ করিতেন। এক দিন অপরাহ্নে উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন; ইত্যবকাশে, এক সহকার বেষ্টিত নবোদ্ধতা মাধবীলতা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। অমনি শোকোৎসারিত স্বরে, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! দেখ দেখ! এই সহকারতরু অচেতন পদার্থ, তবু প্রাণপ্রিয়া ব্রততীকে কেমন চারুরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছে। ভাই! আমি এমনিই কৃতঘ্ন, যে, আমার জীবন-লতাকে একেবারেই সমূলোৎপাটিতা

করিয়াছি। হা তাত জনক! আপনার যত্ন পালিতা শারিকাকে কেন এই দুরাচার ব্যাধের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন? হা প্রেয়সি! সেই বিবাহ দিনে আমি যখন সভাস্থ হইয়াছিলাম, তখন যে হৃদয়াকাশের সুধাংশুস্বরূপ ভাবিয়া, আমার দিকে সরল নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলে, তুমি কি তখন জানিতে পার নাই, যে, তোমার কালস্বরূপ হইয়া উদয় হইয়াছি? লক্ষ্মণ, বিষয়ান্তর সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত কহিলেন, আর্য্য! ঐ সুনির্ম্মলসলিলসংযুক্ত বাসন্তী শোভা সমন্বিত সরসি-তীরে চলুন; প্রদোষের সলিলকণা সম্মিশ্র-সুমন্দ সমীরণ অবশ্যই শরীর ও মনের স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধক হইবেক।

সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা-মুখে শশধর সুনির্ম্মল হইয়া উদয় হইয়াছেন। কুমুদিনী, পতি-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লিতা হইয়া হাসিতেছেন; কমলিনী ম্লান বদনা হইয়াছেন। রাম, ইহা দর্শন করিয়া সমধিক ব্যাকুল হইলেন; বৎস লক্ষ্মণ! দেখ দেখ! পতি মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, শশি-প্রণয়িনী কুমুদিনী কেমন স্মিত বদনা হই-য়াছেন। চন্দ্র কেমন পত্নীকে প্রফুল্ল করিতে যত্নশীল

হইয়াছেন। ভ্রাতঃ! আমি কি প্রিয়াকে কোন দিন আমোদিনী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম? হা প্রিয়ে! আজ্ যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেখ দেখ! কুলবধুর হৃদয় বিদারক শোচনীয় পরিণাম অবলোকন করিয়া, আর্য্যা নলিনী বিষাদ বদনা হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমার কি কঠিন প্রাণ! ভাই! আরকি পৃথিবীতে সুখ আছে, যে, আমাকে সুখী করিবে? আমি যে দিকে চাই, স্বভাবে যে চারিদিকে যেন সন্তাপ ও দুঃখ মাখান। ভাই! আমার নয়নের সুখ দর্শনের শক্তি বিনষ্ট হইয়া, কেবল দুঃখ দর্শনের পথই পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভ্রাতঃ! যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তুষার হইতে জলের উৎপত্তি হয়, তেমনি এই শোক হইতে আমার বিনাশের উৎপত্তি হইবে। আর যেমন শটিত-শব হইতে গন্ধের উদ্ভব হইয়া, বায়ু সহকারে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তদনুরূপ আমার এই নিদারুণ কার্য্য হইতে অযশঃ-দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া, বাক্য সহকারে দিগন্তব্যাপী হইবে।

এই রূপে, লক্ষ্মণ অন্যান্য বিষয় উপস্থিত করিয়া, শোক সংযম করণ মানসে সরযু-কূলে উপস্থিত হইলেন। সরযু-তীরে শিলাখণ্ডে ভ্রাতৃদ্বয় উপবিষ্ট

হইয়া, কথোপকথন করিতেছেন; ক্রমশঃ মধুময় সরযু-সলিলে অমৃতময় চন্দ্রিকারাজী বিক্ষিপ্ত হইয়া একেবারেই আনন্দময় করিল। মৃদু মৃদু বাত্যা-ঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী উদ্ভূত হইতেছে। দুই একটি পাখী ডাকিতেছে। চারি দিকহইতে, বাসন্তী কুসুমের মনোজ্ঞ গন্ধ, নাসাপথে গন্ধবহ সহযোগে সিঞ্চিত হইতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, রামের শোক-সাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিল। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! তোমার কি স্মরণ হয় না? এক দিন ভাগীরথী-পুলিনে, প্রণয়িনীর সহিত সুরম্যসন্ধ্যার সময়ে, উপবেশন করিয়া, নৈশ-শোভা ও নভো-শোভা অবলোকন করিয়া, যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আর কি ভুলিতে পারিব? সেই শোভা মূর্ত্তিমতী হইয়া, আমার নয়ন-পথে আজও যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাই! সীতার স্বচ্ছ কপোল দেশে যে সুনির্ম্মল কৌমুদী প্রতিফলিত হইয়া, অদৃষ্ট পূর্ব্ব প্রীতি প্রদ সুষমা বিকাশ করিয়াছিল, তাহা যেন মনশ্চক্ষে, এখনও দেখিতেছি। আর যে তাঁহার সেই সুধাসিক্ত অধর হইতে, স্নেহমাখা বর্ণগুলি নিঃসৃত হইয়াছিল,

আমার হৃদয়-পটে, আজও যেন, স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া, অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। হা হৃদয় বল্লভে! কোথায় রহিলে? আমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলে, তুমি যে সে ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতে না, এখন যে আমি অশ্রুসিক্ত ও অনল-প্রদীপ্ত দেহভার বহন করিতেছি, প্রিয়ে! সেই স্নেহময়-মন কি একেবারে গরলময় হইয়াছে? লক্ষ্মণ দেখিলেন, শোক বিনাশের কারণ ভাবিয়া যেখানে উপস্থিত হন, সর্ব্বত্রই আশা বিফল হইতে লাগিল। প্রত্যুত মনোরঞ্জনের বস্তু সকল শোক সম্বর্দ্ধনের কারণ হইতে লাগিল; অতএব পুরী প্রবেশই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন; কহিলেন, আর্য্য! যামিনী ক্রমশঃ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, এক্ষণে চলুন, আমরা রাজ-ভবনে প্রবেশ করি; রাম কহিলেন, বৎস! তোমার যেখানে অভিলাষ তথায় গমন কর, আমি সর্ব্বস্থানেই তোমার অনুগামী হইব। আমার পক্ষে এইক্ষণ, কি রাজ-ভবন, কি বিজন-বন, সর্ব্ব স্থানই সমান সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তবে চলুন,—বলিয়া, উভয়েই নগর মধ্যে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে যাইতে যাইতে, বিষম ব্যাকুলতা পূর্ণ কাতর বাক্য তাঁহাদের

কর্ণ-গোচর হইল, রাম কহিলেন, বৎস! কি শব্দ শুনিতেছি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! বোধ হয়, কোন ব্যক্তিকে বিপদ স্পর্শ করিয়াছে। রাম কহিলেন, বৎস! বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, ও সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত। চল, দেখি, কাহার কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, যাইতে যাইতে, নগরের প্রায় প্রান্তভাগে এক ব্রাহ্মণের ভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপ্রপত্নী "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দস্যুদল বলপূর্ব্বক সর্ব্বনাশ করিয়াছে" এই বলিয়া রোদন করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ গর্ব্বিত ও গম্ভীর বচনে কহিতেছেন, ব্রাহ্মণি! আর রোদন করিলে কি হইবে? এক্ষণে উত্তরোত্তর আমাদের ভীষণতম বিপদ ভারই বহন করিতে হইবে, সূর্য্য বংশীয় কোন রাজার অধিকার সময়ে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃ পুরুষেরা এবম্ভূত কষ্ট ভোগ করেন নাই। কিন্তু দশরথ উপযুক্ত বোধে রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এইক্ষণে জানিলাম, তিনি নিতান্তই অযোগ্য; তাঁহার ন্যায় লঘু চেতা ভূপতির অধিকারে বাস করিতে হইলে, এইরূপই ফলভোগ করিতে হয়, তিনি এমনি অব্যবস্থিত চিত্ত, যে একবার সীতাকে পরিত্যাগ

করিতেছেন; আবার তাঁহার অভাবে রোদন করিতে-ছেন, কখন বা তাঁহাকে অনল পরীক্ষায় পরিশুদ্ধা ও সাধ্বী বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, আবার দুদিন পরে অসতী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তাঁহার এইরূপ হতাদরে অপমানিতা হইয়া, জানকী প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, এখন আর তাঁহার জন্য শোক রাখিবার স্থান নাই। অশ্রুজলে বোধ হয়, অযো-ধ্যার সমুদায় মৃত্তিকা সিক্ত হইয়া গেল। প্রিয়ে! এমন হীন বুদ্ধি রাজার হাতে পড়িয়া, সুখ ও শান্তি ভোগের আশা কোথায় থাকে। যত দিন আমাদের অদৃষ্টের ভোগ আছে, সহ্য করিতে হইবে। আমাদের বিপদ দেখিয়া, কে আর প্রতি বিধানের চেষ্টা করিবে? রাজাত অনবরতই রোদন করিতেছেন!

এই সকল কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, রাম অধিক-তর অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন। বহু কষ্টে প্রপতিত শোক অপেক্ষাকৃত সংযম করিয়া, পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অনলে অনিল সংযোগের ন্যায়, ব্রাহ্মণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার শোকানল প্রবল হইয়া উঠিল। একেবারেই মানসাম্বর বিষাদ-মেঘে আবৃত করিল। শোকাপরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,

প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! স্বকর্ণে শুনিলেত, আমার দুদিকই নষ্ট হইল। রাজ-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রিয়ারে পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু প্রজাবৃন্দের অন্তঃকরণে অনুরাগ উৎপাদন হওয়া দূরে থাক, তাহাদেরও বিরাগ-ভাজন হইলাম, যাহাদের সুখ সংবর্দ্ধনের জন্য সাগরে ঝাঁপ দিলাম, তাহারাই আবার আমাকে বোধশূন্য অজ্ঞান বলিতেছে। ভাই! সময়গুণে শুভকার্য্য হইতেও অখ্যাতির উদ্ভব হয়; সাগর হইতেও সময়বিশেষে অনলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হা অদৃষ্ট! এক মুহূর্ত্তের জন্য, কোন কার্য্যে, কোন কারণেত সুখভোগ ঘটিল না। ভ্রাতঃ! যখন আমি রাজধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছি, তখনই আমাকে স্বকীয় সুখ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। প্রজাপালন করাই আমার প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর চিন্তা করিলেই বা কি হইবে। কল্য হইতে আমি যথা নিয়মে রাজকার্য্য সমাধান করিব। অমাত্যবর্গকে বলিয়া পাঠাও. তাঁহারা যেন যথা সময়ে উপস্থিত থাকেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর দিন যথাসময়ে রাজা রামচন্দ্র রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন; উদয়াচলে আদিত্য উদয় হইলে, ঐরাবতে ইন্দ্র আরূঢ় হইলে, যাদৃশ শোভা হয়, সিংহাসনে আসীন হইয়া রাম তেমনি শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শাসন সময়ে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজাকর্ত্তৃক এক জন প্রধান অমাত্য ও চারি জন সহকারী অমাত্য নিযুক্ত থাকিতেন, আর প্রত্যেক প্রদেশস্থ অধীন ভূপতিদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ এক এক জন সভাপতি রাজ সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতেন; এবং প্রত্যেক জনপদস্থ প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া, এক এক জন সভ্য রাজসভায় অবস্থান করিতেন। কোন সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, এই সকল মন্ত্রীবর্গ একত্র সমবেত হইয়া, নিয়মের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিতেন। তৎপরে প্রধান মন্ত্রী রাজার নিকট পাঠ করিতেন। মহারাজের অভিমত হইলে সেই সকল নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত। আর অধীনস্থ ভূপতিদিগের উপর কোন বিশেষ বিধি প্রকাশ করা উচিত বোধ হইলে, রাজমন্ত্রীগণ

তাঁহাদের প্রেরিত সভ্যবর্গের সহিত মিলিতমত হইয়া বিধি প্রণয়ন করিতেন।

তদনন্তর রাজসমীপে পাঠ ও মত গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে পারিতেন। প্রজাদিগের প্রতি বিশেষ নিয়ম নিবন্ধ করা বিবেচ্য হইলে,প্রজাপ্রতিনিধিগণের সহিত রাজামাত্যগণ পরামর্শ করিয়া, পাণ্ডুলিপী প্রস্তুত করিতেন। তৎপরে রাজার অনুমোদিত হইলে প্রকাশিত হইত। যখন সীতা পরিগ্রহ বিষয়ের প্রস্তাব হইল, তখন রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য অধিপতি প্রেরিত অমাত্যবর্গ, গ্রহণ বিষয়ের অনুকূলে স্বীয় স্বীয় মত মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রজা প্রতিনিধিবর্গ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা প্রযুক্ত এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আজ্ রামচন্দ্র সভাস্থ হইয়া সর্ব্ব-জন সমক্ষে সুদৃঢ় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মন্ত্রী-গণ! আমার মনের সুস্থতা বিনষ্ট হওয়া বিধায়, এত-দিন রাজ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি নাই, কিন্তু রাজ্য ও প্রজাদিগের শুভাশুভ ঘটনা রাজার কার্য্যের উপর সম্পূর্ণই নির্ভর করিতেছে। যদি আ-মার অমনোযোগিতায় কাহার অণুমাত্র অনিষ্ট হইয়া থাকে, আমাকে নির্ভীকৃচিত্তে বল, বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না। কোন ব্যক্তির দোষ দর্শন করি-

য়া, তাহাকে না বলিলে বরং প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। আমি নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রতিবিধান না করিয়া কোনক্রমেই নিরস্ত হইব না। সকলিই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন, মহারাজ! আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র অপকার হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার শরীর যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছে; ইহাই পরম সুখের ও মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। মহারাজ! রাম রাজ্যে পরম সুখে সকলে যে অবস্থান করিতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

নির্ব্বাত সময়ে সাগর যেমন শান্তভাবে থাকে, রাম তদনুরূপ স্থির চিত্তে বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি এবম্প্রকার সুবিচারক, সরল প্রকৃতি ও অপক্ষপাতী ছিলেন; যদি কোন অভিযোক্তা অভীষ্ট ফল লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়া যাইত, তবু তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র নিন্দা করিতে পারিত না; অথবা নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিয়া যাইত না। তিনি পরাজিত পক্ষীয়দিগকে এরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রতীতি জন্মাইতেন, যে, সকলেই তাঁহার বাক্য সত্য ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিত। দুর্ব্বাদল পরিষ্কার করিলে, বাহিরে যেমন কিছুমাত্র দেখা যায় না, কিন্তু তাহার শত শত মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে একেবারেই

বদ্ধমূল থাকে; তদনুরূপ রামের বাহ্যে কিছুমাত্র ব্যাকুলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, মনের যাতনা মনই জানিতেছে। শত শত শোক-মূল একেবারেই চিত্ত-ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছে রাম কি শোক সহিষ্ণু ও শান্তশীল দেখিতেছ!!!—গম্ভীরাকৃতি ও ন্যায় সঙ্গত বাক্য বিন্যাস দেখিলে, বোধ হয় যেন চিত্তে কিছু মাত্র তারল্য নাই। কোন কোন কুল কামিনীরা কহিতেছেন, রামের কি কঠিন হৃদয়! প্রিয় সখি সীতার সুধামাখা কথাগুলি মনে হইলে, আমাদের ও অন্নজল মুখে দিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তিনি অনায়াসে বিস্মৃত হইয়া রাজ কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। হায়! পুরুষের কি কঠিন হৃদয়! সরলা অবলা কুল যেমন অত্যল্পেই অনুরাগিনী হইয়া, তাহাদের প্রতি প্রীতি সংস্থাপন ও চিত্তসমর্পণ করে; পুরুষের প্রকৃতি অন্য বিধ, নতুবা রামচন্দ্র কি কখন এমন পতিপ্রাণা প্রিয়ঙ্করী প্রণয়িনীর শোকে জীবিত থাকিতে পারিতেন,? রামচন্দ্র যে সময় বহু লোক সম্মীলনে অবস্থান করিতেন, সে সময় শোকরূপ বিষধর হৃদয়-বিবর হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তমাত্র

বিরলে বাস করিলেই, অমনি অত্যধিক প্রবলতা-সহকারে তাঁহাকে দংশন করিতে থাকিত। তিনি নির্জনকক্ষে আকুলতা সহকারে রোদন করিতেন; হা প্রিয়ে! হা প্রাণবল্লভে! কোথায় রহিলে? আমি যে প্রবল অনল পরিবেষ্টিত গৃহে বাস করি-তেছি, আর যে যাতনা সহ্য হয় না। তুমি কি কি-ছুই জানিতে পারিতেছ না? তুমি না সর্ব্বদা বলিতে, "প্রিয়তম! আপনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়-তম!" সে সকল কি কথামাত্র হইল?

হা প্রাণ প্রতিমে! তোমারেত আমি সাগরে বিসর্জন করিয়াছি। হায়, তোমার উদ্দেশে যে দুদণ্ড অশ্রুজল বর্ষণ করিব, কিম্বা এ সকল ক্লেশের কথা কাহারও নিকট বর্ণনা করিয়া যে যাতনার সমতা করিব, তাহার উপায় নাই। হায় রাজ্যতন্ত্রতা কি অনর্থের মূল! রাজারা ত এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হইতে পারেন না হা ধিক!

প্রিয়তমে জানকি! আমি তোমারে আপন্ন সত্ত্বায় নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি এমনি স্নেহময়ী যে দুইটী অমূল্য পুত্ররত্ন আমার হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সলিল সিঞ্চনে শুষ্কতরু হইতেও দুই একটী পল্লব উদ্গত হইতেছিল; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখায় বিন্দু বিন্দু তৈল সঞ্চার হইয়া, আবার প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু আজ্ যে প্রবল ঝটিকার উৎপত্তিকারক কাল মেঘের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল; ইহাতে সেই তরু সমূলোৎপাটিত হইবে, সুখ-দীপও চির নির্ব্বাপিত হইবে। মধ্যাহ্ন কালে রাজা রামচন্দ্র বিশ্রামভবনে বাস করিতেছেন। প্রখর-তপন-প্রভা বোধ হয়, চারিদিকে যেন অনল জ্বালিয়া দিতেছে। জীবলোক স্তব্ধীভূত, কেবল মাঝে মাঝে চাতকেরা কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে। রাজা রামচন্দ্রের মনে সুখ নাই, স্বাস্থ্য নাই, কুশ লব তনয়দ্বয় সম্মুখে উপবিষ্ট আছে। তিনি মনে মনে কহিতেছেন, হৃদয়! শান্ত হও২ পুত্র মুখাবলোকন করিয়াও শান্ত হও!

কখন বা ভাবিতেছেন, যদি জীবিতেশ্বরী এ সময় জীবিতা থাকিতেন, আর যদি এই পুত্র-রত্নে ক্রোড় দেশ সুশোভিত করিয়া আমার নিকটে বসিতেন; তাহা হইলে, আমি যে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ

করিতে পারিতাম; তাহা বাক্‌পথের ও চিন্তাপথের অতীত।

কিছুক্ষণ পরে, রাজা রামচন্দ্র সস্নেহ সম্ভাষণে করুণ বচনে কহিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা তপোবন পরিত্যাগ করিয়া এই রাজ-ভবনে কেমন আছ?

ভ্রাতৃদ্বয় অতি বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, তাত! তপোবনে অযত্ন-সম্ভূত ফল মূল ভক্ষণ ও পল্বলে জলপান করিতাম; কোন কোন দিন তরুমূলে, কোন দিন বা পর্ণ কুটীরে কুশ শয্যায় অথবা ধূলি শয্যায় শয়ন করিতাম। মুনিপত্নী মুনিতনয়গণের সহিত সর্ব্বক্ষণ সদালাপে অতিবাহিত হইত; প্রতিদিন প্রাতেঃ ও সন্ধ্যার সময়, রমণীয় তরু রাজীপরিবেষ্টিত উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতাম। সিংহ শাবকের সহিত মৃগ শাবকের ও অহির সহিত নকুলের আনন্দ ক্রীড়া অবলোকন করিতাম। তপঃপ্রভাবে শ্বাপদ গণের স্বভাব যেন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; দ্বেষ, হিংসা, মৎসরতা, ও শোকে আমাদের মনকে কোন দিনও স্পর্শ করিতে পারিত না। আর এক এক বার নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, মার নিকট যাইতাম; তিনি স্নেহভরে,

আমাদের মুখচুম্বন করিতেন, আমরা সেখানে যেরূপ সুখে ছিলাম ও আমাদের মন যেরূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিত, এখানে তাহার কিছুমাত্র নাই। এই সকল কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে "প্রভো! এই দিকে আসুন" এই শব্দটী রামের কর্ণগোচর হইল। স্বরে বুঝিলেন, লক্ষ্মণ আসিতেছেন। তাঁহার সহিত আর কে, জানিতে উৎসুক হইয়া, দ্বার-পানে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মণ ও তৎসহ একজন সন্ন্যাসী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। যোগীর ভীষণাকৃতি দেখিলে, বোধ হয়, সর্ব্বান্তক শরীর ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামচন্দ্র তাদৃশ গম্ভীরাকৃতি ও তেজঃপুঞ্জ শরীর তাপসকে দেখিয়া, শীঘ্র চরণবন্দনা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিতে অনুনয় সহকারে অনুরোধ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, রামচন্দ্র বিনয় নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার আশ্রম কোথায়? এখানেই বা কি প্রয়োজন? বর্ণন করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিব।

সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! আমি আত্ম পরিচয়

যথা যথ বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে ভগবান ভুজঙ্গ-ভূষণের প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্র নামে একটী সুরম্য স্থান আছে। আমার আশ্রম তথায়। কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার একটী বিশেষ নিয়ম আছে, যদি প্রতিপালন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইতে পারেন; তাহা হইলে বলিতে পারি।

রাম, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! পালন করা যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, প্রস্তুত আছি।

সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! আমাদের কথোপ-কথন সময়ে যদি কেহ এখানে উপস্থিত হন, আপনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন; ইহা স্বীকৃত হইতে হইবে। পুত্র হইলে বাৎসল্য রসে অভিভুত হইতে পারিবেন না; ভ্রাতা হইলেও সৌভ্রাত্র-সূত্র ছিন্ন করিতে হইবে; তাহা হইলে আমি স্বীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারি। রাম মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, প্রভো! আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।

রামচন্দ্র সে সময়ে বুঝিতে পারিলেন না যে, তৃণাগ্রবর্ত্তী অনলে সংসার ভস্মীভূত হইবে;

সূচ্যগ্রবর্ত্তী বিষে শরীর ক্ষয় করিবে; সামান্য কারণ ও যে সর্ব্বনাশের হেতু হইবে।

লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! আমি এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, ভগবানের সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাই! তোমার বুদ্ধি কৌশলে আমি সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি; সতর্কতা পূর্ব্বক দ্বার রক্ষা করিবে, দেখ! যেন কেহ জীবন সমর্পণ করিতে আমার নিকটে উপস্থিত না হয়। লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে, রামের আগ্রহাতিশয় অবলোকন করিয়া, সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! নশ্বর পদার্থে পৃথিবী পরিপুর্ণ, তদুৎপন্ন সুখও ক্ষণ ভঙ্গুর। সংসার মমতায় মুগ্ধ-হইয়া, এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে না, যে অনন্তকালেও তজ্জনিত ফলভোগ করা যায়। মহারাজ! পার্থিব সুখে মন যতই অনুরক্ত হইবে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া, মনকে ততই বশীভূত করিবে। সংসারে সতর্কতা পুর্ব্বক পাপ-বিবর্জিত পথে থাকিব বলিয়া, যদি প্রতিশ্রুত হওয়া যায়, তবু অলক্ষ্যে শত শত ছিদ্রে যে পাপ পিশাচ মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়; তাহা কেহই জানিতে পারে না। সংসারের মধ্যে অনেকেই আমা-

দের স্নেহের ও ভক্তির পাত্র আছেন, কিন্তু কেহই আমাদের সেই অনন্তকালের সহচর হইবে না। আমাদের শেষ সম্বল একমাত্র জগদীশ্বরের প্রসন্নতা, মনের একাগ্রতা না জন্মিলে, কেহ সেই অমৃতময় ফল লাভে অধিকারী হইতে পারে না। সংসারের কোলাহলের মধ্যে চারিদিকে প্রলোভনের সহস্র সহস্র বস্তু বর্ত্তমান থাকা সত্বে সেই একাগ্রতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? মহারাজ! প্রত্যক্ষ উদাহরণ দৃষ্ট করুন্! সেই একাগ্রতা লাভের জন্য ঋষিরা আজীবন বনবাসী, আর আপনার পূর্ব্বপুরুষ অনেক রাজাই শেষাবস্থায় রাজ্যভার হইতে অবসৃত হইয়া, তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। আপনিও সেই কুলাচরিত প্রধান ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীল হউন।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রবল মেঘের উদ্ভব হইয়াছে। বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎপাত তাহার সহচর হইলে কি ভয়ঙ্কর হইবে। পার্থিব পদার্থের বিনাশের এক একটী কারণ উপলক্ষিত হয়। বিপুল সূর্য্যবংশের বিনাশের নিমিত্ত

বিধাতা যে কালরূপী সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার বাক্যের ও অভিপ্রায়ের সাফল্য সম্পাদনের নিমিত্ত কি ভয়ঙ্কয় সহচর উপস্থিত হইবে; দেখি-লেই জানিতে পারিবেন; অবশ্যম্ভাবি ঘটনার প্রতি ঈশ্বরেচ্ছা কতদূর নির্ভর করিতেছে। লক্ষ্মণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দ্বার সন্নিধানে উপ-বিষ্ট আছেন; কেহ দ্বার সন্নিহিত হইলে, অমনি প্রতিজ্ঞার মর্ম্মাবগত করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। ইতিমধ্যে দূর-প্রদেশে দেখিতে পাইলেন, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদয় হইতেছেন, ক্রমশই নিকটবর্ত্তী সহকারে জানিতে পারিলেন, মহামুনি দুর্ব্বাসা আসিতেছেন। তাঁহার মুখাবলোকন করিলে মূর্ত্তিমান ক্রোধ বলিয়া বোধ হয়; নয়নের দৃষ্টি অতি প্রখর ও ভয়ঙ্কর; রক্তিমবর্ণে নয়নক্ষেত্র রঞ্জিত; নয়ন তারকা অতি চঞ্চল; মাধ্যাহ্নিক-তপন-প্রভাবে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর; দ্বার দেশের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অগ্রসর হইলেন। মুনিচরণে শ্রদ্ধা সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি-লেন। তাপস গর্ব্বিত ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন; লক্ষ্মণ! ত্বরায় আমাকে রামচন্দ্রের সন্নিধানে লইয়া

চল। তাঁহার মতের বিপরীত উত্তর প্রদান করিতে কেহই ভরসা করিত না। কে জ্বলন্ত হুতাশনে ও ভুজঙ্গ গহ্বরে হস্ত প্রদানে সাহসী হইবে? সুষুপ্ত সিংহ-শিরে যেমন একটীমাত্র ক্ষুদ্রলোষ্ট্র পতিত হইলেও ভয়ঙ্কররূপে চীৎকার করিয়া উঠে, তেমনি সেই আত্মমত-গর্ব্বিত-মুনি, স্বকীয় মতের বিন্দুমাত্রও বৈপরীত্য দৃষ্টি করিলে, একেবারেই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেন। লক্ষ্মণ অতি বিনীত ও নম্রস্বরে কহিলেন, ভগবন্! মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করুন। আপনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, বিগত ক্লম হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

পুনর্ব্বার মেঘগম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর হইল, লক্ষ্মণ! শ্রান্তি বিনাশ অথবা বিশ্রামের জন্য, আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না, আমার অভিলষিত কার্য্য ত্বরায় সম্পাদন কর।

লক্ষ্মণ করপুটে কাতরতা সহকারে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমার একটী প্রিয় নিবেদন আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন!

এখন রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের নিষেধ আছে, তিনি কোন উদাসীনের সহিত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ

হইয়া, কথোপকথন করিতেছেন। এখন যদি আপনি দ্বার দেশে অবস্থান করিতেছেন, এই সংবাদ আমি প্রদান করিতে তথায় গমন করি; তাহা হইলে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবেন। দেবর্ষে! আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করুন!

মুমূর্ষু ব্যক্তির কাতরতায়, যেমন কৃতান্ত হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না; মস্তকে বজ্রপতন হইবে, নিশ্চয় জানিয়া, যদি কেহ সেই বজ্রকে বিনতি করে তাহাতে যেমন বিফল মনোরথ হইতে হয়; তদ্রূপ লক্ষ্মণের বিনয় কোন ফলোপধায়ক হইল না। উগ্রমূর্ত্তি তাপস বিকট মুখ-ভঙ্গি করিয়া, কোপদৃষ্টে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাক্য বারবার অবহেলন করিয়া আবার বিতণ্ডা করিতেছ? এই সূর্য্যবংশের প্রতি আমার কিছু স্বাভাবিক স্নেহ আছে, এইজন্য এত সহ্য করিতেছি। এবার আমার বাক্যর অন্যথাচরণ করিলে, নিশ্চয় জানিবে, এই বিপুল রাজকুলের বিলয় সময় নিকটাগত। যদি মঙ্গল বাঞ্ছা কর; ত্বরায় লইয়া চল; আর বিলম্ব করিতে পারি না; বিশেষ প্রয়োজন আছে; আমার বাক্যের বিপরীত বাদী পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। এই

বলিয়া আরক্ত বদনে আবার লক্ষ্মণের দিকে নয়ন পাত করিলেন।

লক্ষ্মণ মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হৃদয়! আর কেন বিচলিত ও ভীত হও! মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া আর চিন্তা করিলে কি হইবে? জ্বলন্ত হুতাশনের নিকট দণ্ডায়মান আছ, অণুমাত্র অন্যথাচরণ করিলে, এখনই যে সমুদায় অযোধ্যা-পুরী ভস্মসাৎ করিবে। জীবন! আর কেন উতলা হও! দৃঢ় চিত্তে ঋষি প্রদর্শিত পথে গমন কর; তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না? অণুমাত্র চলিত হইলে, এখনই যে সূর্য্যবংশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে? বংশ রক্ষার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আর মমতা কেন?

তাপস কহিলেন, লক্ষ্মণ! কিছু যে উত্তর প্রদান-করিতেছ না? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো! চলুন;—আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। এই বলিয়া মহর্ষিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাম সমীপে গমন করিলেন।

নির্ব্বাত স্থানকে সহসা প্রবল ঝটিকায় আঘাত করিলে, অথবা হিমাচল শৃঙ্গ সাগরের স্থির জলে পতিত হইলে, কিংবা পৃথিবী পরিধ্বংসী শব্দ অকস্মাৎ

মনকে স্পর্শ করিলে, যেমন আন্দোলিত ও চমৎকৃত হইতে হয়, লক্ষ্মণকে অকস্মাৎ অবলোকন করিয়া, রামের মন তদনুরূপ বিপদ বাত্যাঘাতে একেবারেই আন্দোলিত ও বিপর্য্যস্ত হইল। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! তুমিত সমুদায় অবগত আছ; তবে কেন সর্ব্বনাশ করিলে? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আপনার প্রতিজ্ঞার বিষয় দেবর্ষিকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ ভগবান্ কর্ণপাত করিলেন না। ইহাঁর বাক্যের অন্যথাচরণ করিলে, একেবারেই অযোধ্যাসহ সূর্য্যবংশ কোপ হুতাশনে ভস্মীভূত করিবেন; সুতরাং অনন্য গতি হইয়া, আপনার নিকট আসিয়াছি। যাহা আমার অদৃষ্টে আছে, এখন তাহাই ঘটিবে।—

অনন্তর রামচন্দ্র দেবর্ষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অসময়ে এ অধীনকে স্মরণ করিলেন কেন? কি অভিলাষে আগমন করিয়াছেন? আপনার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলে জীবন সার্থক বোধ করিব।

দুর্ব্বাসা যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অনেক দিন গত হইল, আমি কোন দুর্দ্দৈব খণ্ডন মানসে গোমতী তীরে বাত্যা-

হারে তপস্যা করিতেছিলাম ; কয়েক দিন গত হইল, নিদারুণ বুভুক্ষা আমার চিত্তবৈকল্য জন্মাইয়া একাগ্রতার ব্যাঘাত করিতেছে। আজ্ নিতান্তই অসহনীয় বোধে আপনার নিকট আসিয়াছি; সত্বর আহার করান, আর সহ্য করিতে পারি না।

রাম, মনেমনে কহিতে লাগিলেন, আমার কপাল নিতান্তই ভেঙ্গেছে। মহর্ষির ক্ষুধা আজ্ সূর্য্য-বংশের কালস্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয়, এই বিপুল রাজ-কুল জঠরানলে আহুতি প্রদান না করিলে শান্তি হইবে না।

প্রকাশ্যে কহিলেন, ভগবন্! আর ক্ষণমাত্র অবস্থান করুন ; অবশ্যই দুর্নিবার বুভুক্ষার বিনাশ হইবে।

তৎপরে রামচন্দ্র পাচকবর্গকে আদেশ করিলেন, তাঁহার অনুমত্যনুসারে অচিরাৎ বহুবিধ ভক্ষ্যবস্তু প্রস্তুত হইলে, রাম মহর্ষিকে সঙ্গে করিয়া, পাক-শালায় প্রবিষ্ট হইলেন। ভোজনান্তে ক্ষুধা নিবারিত হইলে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া তাপস কহিলেন, রামচন্দ্র! তোমার ব্যবহারে ও সুশীলতায় আমি যেমন সুখী হইলাম, তুমি তেমনি অনন্তকালে পরম সুশীতল হইবে।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবানের এই সন্তোষজনক বাক্যে যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। আমার সুশীলতায় যে সুখী হইয়াছেন, সে কেবল আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ মাত্র। তদনন্তর দেবর্ষি রামচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রপতিত দুর্ঘটনার বিষয়, রামচন্দ্র তাপসকে কিছুমাত্র জানাইলেন না। কারণ তাঁহার প্রকৃতি নিতান্তই কঠোর। ঋষি যদি জানিতে পারিতেন, আমার আগমনে রামচন্দ্রের অসুখের, অসুবিধার, ও অসন্তোষের কারণ হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহার আর ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। এই জন্য তাঁ-হাকে আসন্ন বিপদের বিষয় অণুমাত্রও অবগত করা-ইলেন না। তাপস প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; ঋষি আমারে " সুখী ও সুশী-তল হইবে" ইহা বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। কিন্তু স্বয়ংই যে, আমার অচির মন্দীভূত শোকানলে আবার যে বিপুল তৃণকাষ্ঠ সংযোগ করিয়া গেলেন; এই অনলোত্তাপে, আমার দেহ যে ভস্মীভূত হইবে; তাহা জানিতে পারিলেন না। ইহা চিন্তা করিতে করিতে, পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,

মহারাজ! আমার কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইয়াছে; এতক্ষণ কেবল আপনার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম। এইক্ষণে প্রস্থান করি, আবার সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইবে। আপনার পুর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের স্বরূপ বর্ণন আপনার নিকট আর কি করিব! আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর রামচন্দ্র, বিশ্রাম-ভবনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এবং সন্নিহিত পরিচারকের দ্বারা বশিষ্ঠপ্রভৃতি ঋষিবর্গ এবং সুমন্ত্রপ্রভৃতি মন্ত্রীবর্গকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

অসময়ে বিশ্রাম-ভবন হইতে, মহারাজ আমাদি-গকে স্মরণ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গ, বশিষ্ঠ, জাবালি, ঋষ্যশৃঙ্গপ্রভৃতি ঋষিবর্গ, কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় অনিষ্টের আশঙ্কা মনে করিয়া একেবারেই আকুলিত হইলেন; সকলেই সত্ত্বর গমনে বিশ্রাম-ভবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্রের আবার কি বিষমাবস্থা দেখিতে হইবে;

আবার কি নূতন বিপদ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এই আশঙ্কা, মনকে একেবারেই স্তব্ধীভূত ও সমাকুলিত করিতে লাগিল। সকলে যত্নসহকারে শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যে অনিষ্টের আশঙ্কা মনে করিয়া, শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে।

দেখিলেন, ধরাসনে রামচন্দ্র অবলুণ্ঠিত হইয়া নয়ন-সলিলে সিক্ত, ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বদন নিতান্ত মলিন, এবং নয়ন জ্যোতিঃ ক্ষীণ ও কাতরতা পূর্ণ। তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, বশিষ্ঠদেব বিনয়সম্ভাষণে কহিলেন, মহারাজ! আপনার বিষম দুরবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, কোন নিদারুণ নূতন বিপত্তি আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। অত্যল্প বাষ্পপ্রভাবে কখন প্রভাকর মূর্ত্তি ম্লান হয় না। বোধ হয় কোন অত্যহিতজনক দুর্ঘটনা আসিয়া, আপনাকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করিয়াছে। মহারাজ! সীতা বিয়োগের অব্যবহিত পরে, আপনিত আমাদের নিকট এত কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। মহারাজ! কি হইয়াছে? ত্বরায় বলুন। আপনি আমাদের হৃদয়ের পঞ্জরস্বরূপ, নয়নের তারকাস্বরূপ, এবং দেহের প্রাণস্বরূপ; আপনার কোন যাতনা দেখিলে,

আমরা মর্ম্মান্তিক বেদনা পাই, শশধর প্রভাতুল্য আপনার বদন-প্রভা মলিন দেখিলে, যার পর নাই কাতর হই। মহারাজ! কি হইয়াছে? ত্বরায় বলুন।

নিকটে আগমন করিয়া, মহর্ষিবর্গ, ও মন্ত্রিবর্গ, আগ্রহাতিশয়ে কারণ জিজ্ঞাসু হইতেছেন, ইহাঁরা আমার সকল বিপদের একমাত্র সহায়, ইহাঁরা আমার সুখে সুখী, ও দুঃখে দুঃখী, ইহা বিবেচনা করিয়া, রাম অতিকষ্টে অপেক্ষাকৃত শোক সংবরণ করিলেন। অতি সকরুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মাগণ! আপনারা এই সূর্য্যবংশের হিত সাধন ও অহিত নিরাকরণের প্রধান সহায়। আমি যেরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি আপনাকে যে প্রকার বিপদাপন্ন ভাবিতেছি, শ্রবণ করুন; যদি সীতার সহিত সমুদায় অযোধ্যা নগরী অথবা আমার জীবনের অবসান হইত, তাহা হইলে আমার এত ক্লেশ হইত না। এই তিমিরময় জগন্মণ্ডলে, আর আমার সুখের বস্তু নাই; একটী আনন্দ-প্রদীপ যে হৃদয়-নিলয়ে জ্বলিতেছিল; আজ যে প্রবল মেঘের সঞ্চার হইয়াছে, যে অব-শ্যম্ভাবী ঝটিকার উদ্ভব হইবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সুখ-প্রদীপ চিরনির্ব্বাপিত হইবে। বশিষ্ঠকে সম্বো-

ধন করিয়া রাম কহিলেন, দেব! মধ্যাহ্ন কালে আমি এই বিশ্রাম-ভবনে অবস্থান করিতেছিলাম। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, ইতিমধ্যে এক জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া, এখানে উপস্থিত হইলেন। আমি সন্ন্যাসীকে যথা বিধি সৎকার ও সমাদর করিলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে." আমি কহিলাম, প্রভো! মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে চরিতার্থ হইব।

তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমার সহিত কথোপকথন কালে, আপনাকে বিশেষ নিয়মে বদ্ধ হইতে হইবে; যদি সে সময় এখানে কেহ উপস্থিত হন, আপনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে, আমি স্বীকৃত হইলাম। লক্ষ্মণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন। আমি কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। দগ্ধ দৈবের যে কি বিড়ম্বনা, আমার অদৃষ্টে যে আর কত কষ্ট আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এমনসময়ে, দুর্ব্বাসামুনি আমার ভাগ্যবশতঃ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কোপন স্বভাব ঋষি প্রতিজ্ঞার মর্ম্মাবগত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া, কথোপকথন স্থানে প্রবিষ্ট হই-লেন। পরিশেষে, অভিলাষ পূর্ণ করিয়া, মহর্ষি প্রস্থান করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর নিকট স্বীকৃত প্রতিজ্ঞা এই-ক্ষণ আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা দিতেছে। এইক্ষণে আমি কি করি, কোন দিকই বা রক্ষা করি? আমার ন্যায় উভয় সঙ্কট মধ্যে আর কেহ কখনই পতিত হয় নাই। কিরূপেই বা সত্যলঙ্ঘন করিয়া, অধর্ম্ম ও অকীর্ত্তি সঞ্চয় করি; আর সত্য-রক্ষার্থেই বা কি প্রকারে প্রাণের ভাইকে পরিত্যাগ করিব? আপনারা আমার বিপদ ও সম্পদের এক মাত্র সহায়, আশাভরসার পথ প্রদর্শক; আপনারা বলুন; আমি এইক্ষণ কি করি! কোন পথ অবলম্বন করি? আমি যে রসনায় প্রাণের ভাইকে প্রিয় সম্ভাষণে সুখী করিতাম; সেই রসনায় যাও বলিয়া কি প্রকারে বিদায় দিব? সেই রসনা হইতে কি প্রকারে বিষ উদ্গীরণ করিয়া, প্রিয়তম সহোদরকে ভস্মীভূত করিব? এখন কি করি! উদ্ধারের কিছু-মাত্র উপায় দেখিতেছি না। আমার জীবন দেহ-দ্বীপে চারিদিকে বিপদ-সাগরে পরিবেষ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছে; কি রূপেই বা মুক্ত হই, আপ-নারা বলুন; কিরূপেই বা পরিত্রাণ পাই? হা প্রিয়-

তম লক্ষ্মণ! তুমি প্রাণপণ করিয়া মুমূর্ষু কালে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। আমি এরূপ কৃতঘ্ন তোমার প্রত্যুপকার করা দূরে থাক; একেবারেই প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছি। হা প্রিয়তম লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রা হৃদয়ানন্দবৰ্দ্ধন! হতভাগ্য রাম তোমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। জননি সুমিত্রে! আপনার হৃদয়ের একমাত্র স্পর্শ সুখদ অমূল্যরত্ন, দুরাত্মা রাম সাগরে বিসর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আপনার আশালতাকে সমূলোৎপাটিত ও সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। এই বলিয়া, রামচন্দ্র আকুলিত হইয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব, তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা অবলোকন করিয়া একেবারেই বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন; সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! অত কাতর হইবেন না। যেরূপ সঙ্কট-সন্ধিতে পতিত হইয়াছেন, যে পথেই যাইবেন, অমঙ্গলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। মহারাজ! স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন, কোন্ পথ অবলম্বন করা ন্যায় সঙ্গত ও শ্রেয়স্কর। আপনার ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিলে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কদাচই অবিকৃত

থাকিবে না। সুতরাং সৎযুক্তি অবধারণ করিতে আমাদের মন অবশ্যই কুণ্ঠিত হইবে।

রামচন্দ্র রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! যাহা হয় সত্বর বলুন; আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না। আর আমি প্রজ্বলিত অনল কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে পারি না। দেব! কি বলিবেন? শীঘ্র বলুন। আমার প্রাণ অতি ব্যাকুল হইয়াছে, মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে, প্রাণ বায়ু বহির্গত হইতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে। যেমন অবরুদ্ধ বিষধর বহির্গত হইতে না পারিয়া, ক্রোধান্ধ হইয়া, সহস্র সহস্রবার দংশন করে; তদ্রূপ আমার জীবন বহির্গত হইতে না পারিয়া, আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে। প্রভো! আর আমি যে, চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না; চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। প্রবল জলধি মধ্যে নিপতিত তৃণের ন্যায় আমার দেহ যে কম্পিত হইতেছে। আর্য্য! কি হলো, কি হলো? এই বুঝি আমার জীবন যায়। প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! তুমি এমন সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিলে ভাই? আমি কি সত্যসত্যই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই বলিয়া শোকে একেবারেই বাক্য রোধ হইল; নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। প্রবল বাতাহত ঘূর্ণায়মান বৃক্ষ শাখার ন্যায়, রাম শোকে নিতান্তই সন্তপ্ত হইয়া, একেবারেই অচৈতন্য ও মৃত্তিকাশায়ী হইলেন।

বশিষ্ঠদেব ব্যাকুলতা সহকারে, হায়! কি হইল, আজ্ কি সর্ব্বনাশ হইল? সূর্য্যবংশের সূখ-সূর্য্য আজ্ কি সত্য সত্যই অস্তমিত হইল? মহারাজ! উঠুন উঠুন! আর যে আপনার যাতনা দেখিতে পারি না। হা বিধাতঃ! এই বিপুল রাজ বংশের নিমিত্ত কি এই বিষময় কারণ বিধান করিয়াছেন? মহারাজ! আপনি যে আমাদের জীবনের জীবন, আপনার দুর্ব্বিষহ যাতনা আর যে দেখিতে পারি না। মহারাজ! ত্বরায় গাত্রোত্থান করুন, এই বলিয়া রামের চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত বহুল প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র সকাতরে কহিলেন, আর্য্য! আর বৃথা বিলাপ করিলে কি হইবে? আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, এই আমাদের সর্ব্বনাশের ও সূর্য্যবংশ বিনাশের কারণ। এখন আর বৃথা প্রয়াস পাইতেছেন কেন?

মহারাজের সত্বর চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন উত্তেজনা করিলে, কেবল অধিকতর ক্লেশের কারণ হইবে; মহারাজের অবস্থা দেখিয়া বড় শুভ বোধ হইতেছে না, কিছুক্ষণ শোক মোহে অভিভূত থাকুন, আপনা আপনি চেতনা হইলে, যদি কিছু সুস্থির হইতে পারেন। চলুন, আমরা অন্য পার্শ্বে গমন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করি।

এখন নিশীথ সময় উপস্থিত, জগত নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকারময়ী যামিনী, রামচন্দ্রের শয়ন-কক্ষে একটী-মাত্র দীপ-শিখা স্তিমিত ভাবে আলোক প্রদান করিতেছে। একপার্শ্বে রামচন্দ্র, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন, অন্যপার্শ্বে মহর্ষিবর্গ ও মন্ত্রীবর্গ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। আজ্ বোধ হইতেছে অযোধ্যাপুরী যেন টলমল করিয়া কাঁপি-তেছে। চারিদিক্ হইতে মধ্যে মধ্যে অশিব চীৎকার ধ্বনি শুনা যাইতেছে। অমঙ্গলসূচক এক প্রকার বিহঙ্গের ভীষণ রব মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাঁহারা বাতায়ন দ্বার দিয়া দেখিতে, পাইলেন, শত শত উল্কাপাত হইতেছে। আজ্ বাহিরে যাইতে কাহার মনে সাহসের সঞ্চার হইতেছে না; সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, সুমন্ত্র! আজ্ অত্যন্ত অমঙ্গলের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। নিতান্তই অশুভ ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ সকল নয়ন পথে পতিত হইতেছে। আমার মনে এই প্রকার ভাবের আবির্ভাব আর কখনই হয় নাই। এখন যেন বোধ হইতেছে ভীষণমূর্ত্তিকৃতান্ত বিকট বদন ব্যাদান করিয়া অযোধ্যাপুরী গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইতেছে। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আজ্ কেন মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে? উঃ!! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সুমন্ত্র কহিলেন, দেবর্ষে! অদ্যকার এই কালরাত্রি। এমন অমঙ্গল দায়িনী যামিনী আর কখন অযোধ্যাকে স্পর্শ করে নাই। আজ্ যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, বলিতে পারি না। এই অসুখময়ী বিভাবরী যে নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হইবে, এমন ভরসা করিতে পারি না।

একবার বশিষ্ঠের আদেশক্রমে সুমন্ত্র নিশা পরিমাণ করিতে বাহিরে বহির্গত হইলেন। এখন যামিনী তৃতীয় প্রহর, চরাচর স্থির ও গম্ভীর। আবার ভবনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, ভগবন্! রাত্রি বোধ হয়, অবসান হইয়াছে, কিন্তু এমন বিভী-

বিকাময়ী ভয়ঙ্করী বিভাবরী, এমন প্রগাঢ় অন্ধকার, আর কখন বোধ হয়, আমার নয়ন গোচর হয় নাই। তৎপরে আবার উভয়ে, পূর্ব্ব প্রদর্শিত স্থানে উপবেশন করিয়া, উন্মুক্ত-গবাক্ষ-দ্বার দিয়া পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া আছেন; কতক্ষণে এই কালরাত্রির অবসান হইবে; এই প্রতীক্ষা করিতেছেন; প্রতিক্ষণই রাম-চন্দ্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার মুখ শ্রীতে পুনঃপুনঃ নূতন নূতন বিকট ভাবের আবি-র্ভাব হইতেছে। এতক্ষণ পরে, বোধ হইতে লাগিল, নিশা নিতান্তই নিঃশেষিত হইল। পূর্ব্ব দিগাসনে ঊষাদেবী শুভ্রবসন পরিধান করিয়া উপবিষ্ট হই-লেন। একটু একটু প্রাতঃ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত যামিনী জাগরণে যাপন করিয়া; অবসান সময়ে, ঈষন্নিদ্রায় নয়ন আবৃত করিয়া, মহর্ষিবর্গ ও মন্ত্রিবর্গ প্রকোষ্ট ভিত্তিতে মস্তক রাখিয়া, অবস্থান করিতেছেন। ইতোমধ্যে "ভগবন্! আর ক্ষণ-মাত্র অবস্থান করুন; আর ক্ষণমাত্র অবস্থান করুন; অগ্রে আমাকে লইয়া যাউন; আমাকে বঞ্চনা করিয়া, আমার প্রাণ-প্রিয়তম ভ্রাতাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?" কাতর স্বরসংযুক্ত এই শব্দটী, সকলের কর্ণ গোচর হইল। অমনি সকলেই

চমৎকৃত হইয়া, শয়নস্থলাভিমুখে ধাবমান হই-লেন।

মহারাজ! ওকি? মহারাজ! ও কি? কি হয়েছে; কি হয়েছে? এখনও রামের প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় নাই, এখনও বলিতেছেন, "আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার প্রাণের ভাইকে কোথায় লইয়া যান?" বশিষ্ঠদেব, সকাতরে কহিলেন, মহারাজ! ও কি? মহারাজ! ও কি? কি বলিতেছেন? হা! অকরুণ বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? এমন অগাধ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মাকে একেবারে কি পাগল করিয়া তুলিলে? কিছুক্ষণ পরে রামচন্দ্রের প্রকৃত বোধাধিকার জন্মিলে, সুমন্ত্রপ্রভৃতি সকলে ব্যগ্রতা সহকারে, জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! সহসা আপনার অভাবনীয় ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন?

রামচন্দ্র, অতি দীন নয়নে গদ্‌গদ বচনে বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শ্রবণ করুন; আমি অচৈতন্যাবস্থায়, যে সর্ব্বনাশের বিষয়, স্বপ্ন দেখিয়াছি, যদি সত্য সত্যই আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমার যে কি দুর্গতি হইবে, কিছুই বুঝিতে পারি-

তেছি না। যেন অদ্যকার নিশীথ সময়ে আমি নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়া, এই শয়নকক্ষে বসিয়া আছি; লক্ষ্মণ আমার নিকটে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে বোধ হইল, অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে কামিনীর অস্ফুট কাতর কণ্ঠধ্বনি নির্গত হইতেছে। আমরা সমধিক চমৎকৃত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একটী অলৌকিক লাবণ্যময়ী কামিনী নির্ম্মুক্ত-কুন্তলা ও নিতান্তই কাতরা হইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে, কি জন্য ক্রন্দন করিতেছেন? আমাকে দেখিয়া, তিনি আরও কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ভক্তিযোগ্য রূপ লাবণ্য এবং বদনের শান্ত প্রভা অবলোকন করিয়া, অসামান্যরমণী জ্ঞানে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিলাম, কহিলাম, মাতঃ! আপনি কে, কি জন্য রোদন করিতেছেন? তিনি, অনেকক্ষণ পরে, শোক সংবরণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি এই রাজ-কুল-লক্ষ্মী, বহুদিন তোমাকে আশ্রয় করিয়া, অবস্থান করিতেছি; তোমার সন্নিকটে পরম সুখে ছিলাম। কিন্তু অদ্যকার রজনী প্রভাতের সহিত তোমার রাজত্বের

শেষ হইতেছে। তোমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? বৎস! ইহা চিন্তা করিয়া, সমধিক আকুলিত হইতেছি। আমি কহিলাম, মাতঃ! আমাকে পরিত্যাগ করিবেন; ভালই, কিন্তু সূর্য্যবংশের প্রতি আপনার যে অটলস্নেহ আছে, তাহা যেন, কদাচ বিচলিত না হয়। এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতোমধ্যে সেই নিশীথ সময়ে, যেন শত সূর্য্য প্রকাশের ন্যায়, চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল হইল। গগণমণ্ডলের মধ্যস্থলে ফাটিয়া, প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডের ন্যায়, এক জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নির্গত হইল। দেখিতে, দেখিতে, সেই আলোকময় পদার্থের মধ্যস্থল হইতে এক তেজোময় পুরুষ বহির্গত হইলেন; তিনি ক্রমশঃ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন; মুহূর্ত্ত পরে আমাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার আগমনে অযোধ্যাপুরী যেন কাঁপিতে লাগিল। তৎপরে, আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক, পুনর্ব্বার আকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিলেন। আমি কাতর হইয়া, কাঁদিতে লাগিলাম। অনেক অনুনয় করিলাম, কিন্তু তিনি যে কে, কি জন্য লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না।

পরিশেষে, আমাকে নিতান্ত ব্যাকুলিত দৃষ্ট করিয়া, মধ্যাম্বর পথ হইতে, তিনি মেঘ গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন; বৎস! আমি তোমাদিগের সূর্য্য-কুল-গুরু, সৌভ্রাত্র-সূত্রে বদ্ধ হইয়া, প্রভাকরে কলঙ্ক সংস্থাপন করিতে, তোমার একবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এই জন্য লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিতেছি; এই বলিয়া সেই জ্যোতিঃ পদার্থে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন আলোক অন্তর্হিত হইল। চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকারময়। আমি রোদন করিতে লাগিলাম। এই দেখুন! এখনও অশ্রুবিন্দু আমার নয়নে আশ্রিত আছে। ভগবন্! এই যে স্বপ্ন, নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা অবশ্যম্ভাবি দুর্ঘটনার পূর্ব্বসূত্র। অশ্রুতপূর্ব্ব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বশিষ্ঠদেব অনেকক্ষণ অনন্যমনে মৌনাবলম্বন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন, দেব! কথা কহিতেছ না যে? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! কি বলিব; শেষ সর্ব্বরীতে স্বপ্ন দর্শন, বড় শুভবোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ অদ্যকার নিশীতে, যে প্রকার অমঙ্গল-সূচক লক্ষণ সকল অবলোকন করিয়াছি, তাহাতে যে, কি ঘটনা হয়, বলিতে পারি না। বিপদ যে

নিকটবর্ত্তী তাহা যেন কে বলিয়া দিতেছে। প্রকৃতি দেবী শোক-বসনে দেহাবরণ করিয়া, মৌনা হইয়া রহিয়াছেন; শোভা-প্রকাশক পদার্থ সকল হইতে যেন শোক প্রকাশ হইতেছে। রামচন্দ্র কহিলেন, দেবর্ষে! আর আমার মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা নাই; যত প্রকার বিপদের আশঙ্কা মনেছিল, সকলই সংঘটন হইল। এইক্ষণ আমি মনেমনে সঙ্কল্প করিয়াছি, শ্রবণ করুন; সত্য-লঙ্ঘন করিয়া অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম ভাজন হইয়া, জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। আর আমি বিপদপূর্ণ দেহভার বহন করিতে পারি না; সত্য রক্ষার্থে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিব। কিন্তু, প্রিয়তম ভ্রাতার বিয়োগ-শোক সহ্য করিয়া, কোনক্রমে জীবন ধারণ করিতে পারিব না; আমিও তৎসহ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ভগবন্! সত্য বটে, লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ সহকারে আমার জীবন ত্যাগ হইবে। কিন্তু, আমি কি প্রকারে বলিব, ভাই! তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম? এই চিন্তা শূলস্বরূপিণী হইয়া, আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। যে ভ্রাতা আমার সুখে সুখী, ও দুঃখে দুঃখী, আমার শুভোদ্দেশে যে জীবনপর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে কিছুমাত্র তাপিত ও কুণ্ঠিত হয় না; এমন

প্রিয়তমের প্রতি এবম্ভূত বিষময় বাক্য আমি কি প্রকারে প্রয়োগ করিব? ভগবন্! লক্ষ্মণ-বিয়োগ জনিত শোক-শৈল-ভার স্মরণ হইলে, সীতাশোক তৃণভারের ন্যায় বোধ হয়। এমন শুভানুধ্যায়ী ভ্রাতা, আর কি কেহ কখন দেখিয়াছিল? হা রাম-জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমার স্নেহময় মুখ দেখিলে; আমি যে সকল কষ্টই ভুলিয়া যাইতাম। অতি ক্লেশের সময়, তোমাকে দেখিলে, প্রফুল্লিত হইতাম। তুমি দাদা বলিয়া ডাকিলে, আমার মনে যে অমৃত বর্ষণ হইত; ভাই! দুর্ব্বিষহ সীতাশোক যে, তোমার সস্মিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলাম। রে প্রাকৃতিক চপলচিত্ত! তোর দৃঢ়তাভাবেই সকল শোক ও সর্ব্বনাশের কারণ হইল। রে পাপিষ্ঠ প্রাণ! এখন কি তোর কষ্ট ভোগের ইচ্ছা আছে? এই বলিয়া রাম আবার অবনত মুখে রোদন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! অত কাতর হইতেছেন কেন? লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করা অতিশয় পরিতাপের বিষয় বটে; কিন্তু যদি আপনি স্বার্থোদ্দেশে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে, জগতে আপনার চিরকলঙ্ক ঘোষণা থাকিত।

জগতীস্থ লোক সকল আপনাকে অসার ও অপদার্থ মনে করিত। আপনি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে এত আকুল হইতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মার্থে কিনা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়? স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা দশরথ সত্য পালনার্থে, ভবাদৃশ গুণময় সন্তান, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধু সীতা, এবং লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে জীবন ত্যাগ করিলেন। মহারাজ! সত্যপালন ও ধর্ম্মরক্ষা করা ন্যায় সঙ্গত; এবং আমার একান্তই অভিমত, কিন্তু নিতান্ত নিদারুণ বাক্য বোধে, পাছে আপনি মনে ক্লেশ পান, এই ভয়ে এতক্ষণ বলিতে ভরসা করি নাই। মহারাজ! আরো দেখুন! দেহ ধারণ করিলে অবশ্যই পতন হইবে; সংহারের্ও এক একটী কারণ আছে, যদি এই কারণেই লক্ষ্মণের দেহযাত্রা সংবরণ হইবে; ইহা নিয়ন্তৃকর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে! আর যদি তাহাই না হয় আজ্ অথবা দুদিন পরে, ক্ষয়শীল শরীর অন্য কারণে লয় হইবে। কিন্তু আপনার সত্য লঙ্ঘনের চির অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম অবিনশ্বর। কোন কালেত নষ্ট হইবে না, মহারাজ! নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূত প্রবৃত্তি সমুদায়ের পরতন্ত্র হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মরত্ন বিসর্জন করা কি যুক্তি সংগত?

রাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার আদেশ ও উপদেশ, আমার শিরোধার্য্য, আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন, সমুদায় সত্য ও সৎযুক্তি সঙ্গত। কিন্তু আমি এতাদৃশ নিদারুণ বাক্য লক্ষ্মণকে কিরূপে বলিব? লক্ষ্মণ আমার অতীব প্রিয়তম। এবং তাহার মদ্গতজীবন; আর আমি নিশ্চয়ই জানি, আমার বাক্য কদাচই লঙ্ঘন করিবে না, কিন্তু আমি তাঁহার চারুতা পূর্ণ প্রিয়দর্শন বদনপ্রভা অবলোকন করিলে, একেবারেই মুগ্ধ ও অপহৃত-মানস হই। আমার স্নেহ প্রবাহ এরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, যে অন্যান্য প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত কার্য্য করণেচ্ছা, প্রবল স্নেহ স্রোতে ভাসমান হইয়া একেবারেই দিক্দিগন্ত পতিত হয়; আমার মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। লক্ষ্মণকে অবলোকন করিলে, আমি এরূপ প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হই যে, আনন্দাশ্রুধারা আমার নয়ন হইতে সহস্র সহস্র পতিত হইতে থাকে। আর লক্ষ্মণ নিতান্ত অপ্রিয় ও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেও, আমার প্রিয় ও সুললিত বলিয়া বোধ হয়; তাহার সরলতা পূর্ণ স্নেহময় বাক্যগুলি শুনিলে, তাঁহাকে কোন অলৌকিক জীব বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস করিতে হয়। এইক্ষণ আমার সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হই-

তেছে, লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যরক্ষা করা ধর্ম্মসঙ্গত, সাধারণের অনুমোদিত; আমারও মনোভিমত। কিন্তু লক্ষ্মণের মুখ দেখিলে, এবং তিনি দাদা বলিয়া ডাকিলে, আমি যে, সে সকল ভুলিয়া যাইব। তখন যে, ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার কথা, আমার কিছুই মনে থাকিবে না।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেমন পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সম্পুর্ণ মত-সাপেক্ষ না হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আপনার ধর্ম্ম রক্ষার্থে লক্ষ্মণ সম্পূর্ণমত সাপেক্ষ না হইয়াও বনে গমন করিবেন। কখনই মত গ্রহণে অভিলাষ করিবেন না।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ সহকারে জীবন ত্যাগের স্থির সঙ্কল্প করিলাম। এইক্ষণকার কর্ত্তব্য বিষয় উপদেশ প্রদান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! লক্ষ্মণের অসেচনক মূর্ত্তি আপনার নয়ন-পথের অন্তর হইলে; আপনি যে জীবিত থাকিবেন, এমন ভরসা করিতে পারি না; আর এমন কোন আশাসুত্র দৃষ্টি হইতেছে না, যে তাহা অবলম্বন করিয়া, আবার আপনাকে প্রবোধ দিব। আপনার জীবনের সহিত অযোধ্যার সকল

সুখই উঠিতেছে ; প্রধান প্রধান অমাত্যগণ, প্রধান প্রধান পুরোবাসীগণ, এবং অন্তঃপুরস্থ বৃদ্ধা মহিলা-গণ, সকলেই সরল অন্তঃকরণে আপনার গমন পথের পথিক হইবেন। ন্যায় সঙ্গত রাজ্যভার ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রতি অর্পিত হইতেছে। তাঁহারা উপযুক্ত বটে ; কিন্তু শোক-ভার পরিত্যাগ করিয়া, আবার যে সাম্রাজ্য-ভার গ্রহণ করিবেন, এমন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমার বোধ হইতেছে, ছায়া যেমন কায়ার অনুগামী, তেমনি অনুজদ্বয় অগ্রজের অনুগামী হইবেন। এবম্বিধ ঘটনা উপস্থিত হইলে, এই মহদ্রাজ্যভার দুইটী অপূর্ণ বয়স্ক বালকের উপর নির্ভর করিতেছে ; কিন্তু হিমাচলের অতিকষ্টে বহনীয় ভার, অসার তরুর উপর সংস্থাপন করিয়া, কদাচই অসন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ অযোধ্যায় এমন কোন সুধীর ও প্রাজ্ঞমন্ত্রী থাকিবে না, যে তাহাদের বুদ্ধি কৌশলে বালকেরা বিপদ-বারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। যেন ভবিষ্যতে এই কথার উল্লেখ করিয়া লোকে না বলিতে পারে যে, রাজা রামচন্দ্র শোক মোহে হত-চেতন হইয়া, পৈতৃক রাজ্যভার অপাত্রে বিন্যস্ত করিয়া, এই বিশৃঙ্খলা ও

বিপদের আদি কারণস্বরূপ অনর্থের অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন। অপ্রাপ্ত ব্যবহার রাজার উত্তেজনায় লোকে যতই বিরক্ত হইবে; আপনি তাহাদের ততই অপরাগের ভাজন হইবেন। যদি আপনার পুত্রদ্বয়ের নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহারা রাজাসনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু তাহারা বাল্য কাল হইতে বাল্মীকির আশ্রমে ছিল, মহর্ষি যে নীতি বিষয়ে কতদূর উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! তাহারা যে কতদূর নীতিজ্ঞ তাহা আমিও জানি না। আপনি তাহাদের সংক্ষেপে পরীক্ষা গ্রহণ করুন; আর বিলম্ব করিবেন না।

বশিষ্ঠদেব, যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিয়া, কুশলবের অবস্থান কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয়, ঋষিচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি সস্নেহ সম্ভাষণে তাহাদিগকে নিকটে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসসকল! রামায়ণ কতদুর পাঠ করিয়াছ? তাহারা কহিল, প্রভো!

রামায়ণের সকল অংশ আমাদের অভ্যস্ত আছে। মহর্ষি কহিলেন, বল দেখি! রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন কেন? তাঁহারা কহিলেন, দেবর্ষে! তিনি সত্যরক্ষার্থে প্রিয়তম পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন।

সে কার্য্যটী কি ন্যায় সঙ্গত হইয়াছিল?

সে কার্য্যটী নিতান্তই ন্যায়ানুমোদিত, যদি তিনি স্নেহ-পরবশ হইয়া, সত্যরক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে, একেত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চির অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম ভাজন হইতেন; দ্বিতীয়তঃ সত্য রক্ষা না করিলে, সাধারণের প্রীতি-ভাজন হওয়া, ও রাজ্য-করা যাইতে পারে না। মহর্ষি কহিলেন, রাজা রামচন্দ্র অমিত বলশালী আর তাঁহার অমোঘ অস্ত্র সন্ধান, তথাচ বিবাহ কালে, ভগবান ভৃগুনন্দন অযোধ্যা প্রবেশ-পথ অবরোধ করিলে, অগ্রে প্রতি-হিংসা না করিয়া, এত অনুনয় ও বিনয় করিয়াছিলেন কেন? তাহারা কহিল, "প্রভো! প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলই হউক, আর হ্রস্বই হউক, অগ্রে বিবাদ না করিয়া, যদি কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সন্ধি করা যায়, তাহাও উচিত ও রাজধর্ম্মানুমোদিত," মহর্ষি কহিলেন, "বৎস সকল! লঙ্কা-সমর-সময়ে, রাবণা-

নুজ-বিভীষণ যখন রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন রাম কি প্রথমেই তাঁহার সহিত মিত্রতা সূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছিলেন ?”

তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, “ভগবন্! শত্রুপক্ষীয়দিগকে বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া, অযথা বিশ্বাস করা রাজধর্ম্মের নিতান্তই অনভিপ্রেত; এবং অবশ্যম্ভাবি বিপদের সম্ভাবনা ; এই জন্য মহারাজ প্রথমেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই”।

মহর্ষি কহিলেন, “কুশ লব ! রাজা রামচন্দ্র নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহার হতাদরে জানকী প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এইটী কি ন্যায়মূলক হইয়াছে ?”

ভ্রাতৃদ্বয় কহিলেন, মহাত্মন্! জননীর যে বিশুদ্ধ স্বভাব, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু প্রজাপুঞ্জে তাঁহার সচ্চরিত্রতার বিষয় সন্দিহান হওয়াতে, তিনি লোক রঞ্জনানুরোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রজা রঞ্জনানুরোধে রাজার সর্ব্ব সুখ ও জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। মহর্ষি কহিলেন, বৎস সকল! তোমাদের নীতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অবলোকন করিয়া, আমি যার পর নাই সুখী হইলাম। তোমরা রাজ-তনয়, ভবিষ্যতে এই

বিপুল সাম্রাজ্যর উত্তরাধিকারী, তোমারা এই সকল গুণরত্ন হারে হৃদয়দেশ সুশোভিত রাখিতে যত্নশীল হইবে। আজ্ নিশ্চয়ই জানিলাম, তোমাদিগের দ্বারায় অনায়াসে রাজধর্ম্মাদি সংরক্ষিত হইতে পারিবে। এই কথা বলিয়া, বশিষ্ঠদেব তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন লক্ষ্মণ যখন শ্রবণ করিলেন, রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সত্যরক্ষার্থ স্থির সঙ্কল্প করিয়াছেন। এতক্ষণ, যে সন্দেহ তাঁহার মনে দোদুল্যমান হইতেছিল; এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, স্নেহ-পরবশ হইয়া, আর্য্য পাছে আমাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, অধর্ম্মের ভাজন হন! যদিও তিনি আমারে মমতা পরতন্ত্র হইয়া বিদায় দিতে অসমর্থ হন; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত, জীবন বিসর্জন দিব। তিনি যে, শোকে, কলঙ্ক-ভয়ে আকুলিত হইবেন, লোক সমাজে নিন্দনীয় হইবেন; আমাকে পাপ-ভারাক্রান্ত ও অপমানিত বোধ করিয়া, কাতর

হইবেন, তাহা-ত আমি কখন জীবিত থাকিয়া, স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না। তিনি যে পরকালের বিসদৃশ অবস্থা স্মরণ করিয়া, নিরন্তর রোদন করিবেন; দুর্জনেরা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবে; এত লক্ষ্মণের প্রাণে সহ্য হইবে না। আমি এমনিই কি কৃতঘ্ন! তৃণবৎ জীবন আমার কি এতই প্রিয়তম হইল? তিনি যে অশ্রুপূর্ণলোচনে আমাকে সর্ব্বদা বলিবেন, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! আমি-ত সীতা শোকেই জীবন ত্যাগ করিতেছিলাম; ভাই! তুমি আমারে সেই অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, এই গুরুতর পাপ-ভার মস্তকে দিলে!!! তখন আমি আর কি বলিব? যখন তাঁহার শোক-দগ্ধ-হৃদয়ে, অধর্ম্ম ও অকীর্ত্তিরূপ-শৈল-ভার পতিত হইয়া, অধিকতর যাতনা প্রদান করিবে; তখন আর কি বলিয়া প্রবোধ দিব? আর কি সান্ত্বনা করিবার উপায় থাকিল? এই ভাবিতে ভাবিতে, রামচন্দ্রের অবস্থান কক্ষে প্রবিষ্ট-হইলেন। পূর্ব্ব নিশায় এই ভাবিয়া, তিনি রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, যদি আর্য্য আমাকে অবলোকন করিয়া, মমতায়, চক্ষুর্লজ্জায় পরিত্যাগ করিতে না পারেন। এইক্ষণ আপনাকে

বর্জনীয় অবধারণ করিয়া, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। মাধবী পৌর্ণমাসী যামিনীর পূর্ণেন্দু, নীরদ-নীলমায় আবৃত হইলে, যাদৃশ ম্লান হয়, রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রমা, তৎসন্নিভ শোভাহীন। লক্ষ্মণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, করুণ রসাভিবিক্ত দীন বচনে, আর্য্য! এই কথাটী বলিয়া নীরব হইলেন। এই শোক-সন্দীপক শব্দটী বাহ্য বায়ু সহকারে, রামের কর্ণে আঘাত করিবামাত্র, অশ্রু নিঃসারক পথের বক্রতা বিনাশ করিল। অতিক্ষীণ ও বিষাদ গর্ভস্বরে, বৎসরে! এই কথাটী বলিয়া, বাহুমৃণালে লক্ষ্মণের গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া, অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষীণতা ও কাতরতা দৃষ্ট করিয়া; লক্ষ্মণের শোক-প্রবাহ একেবারেই উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। শোক সন্তপ্ত আনর্ত্তিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আর যে, আমি আপনার অসহনীয় যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিতে পারি না। আপনার বিষাদভাব অবলোকন করিয়া, আমার হৃদয় ব্যথিত ও প্রাণ অস্থির হইতেছে। আপনার অণুমাত্র যন্ত্রণা দেখিলে, আমার জীবনান্তকর যাতনা বলিয়া বোধ হয়। কেনই বা এত কাতর হইতেছেন? সত্য রক্ষার্থে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। এতে,

এত শোকের বিষয় কি আছে? দেহ কি অবিনশ্বর! যে প্রগাঢ় মমতা উপস্থিত হইতেছে।

লক্ষ্মণের এই বিবেকপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, রাম সখেদ ও সবিষাদে অধিকতর কাতর হইয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! সুশীলতা ও ভ্রাতৃ বৎসলতা যে কি পদার্থ, এই জগতের মধ্যে কেবল তুমিই তাহা অভ্যাস করিয়াছ। পরার্থে স্বকীয় সুখ বিসর্জন করিবার প্রণালী, এই জগন্মণ্ডলে প্রথমেই তুমি আবিষ্কৃত করিলে। ভাই! এতকাল পর্য্যন্ত আমার বিন্দুমাত্র ক্লেশ উপস্থিত হইলে, তুমি যে হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহার তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া, আমার ক্লেশের লাঘব করিতে; আমার ম্লান ভাব অবলোকন করিলে, তুমি যে বিষণ্ণ হইতে; আমার অবশ্যম্ভাবি বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে, তুমি যে আমা অপেক্ষা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া, বিনাশের নিমিত্ত সতত প্রয়াস পাইতে। সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় এক মুহূর্ত্ত আমার সঙ্গ ছাড়া হইতে না। ভাই! পিতার আদেশ পরিপালনার্থে, আমিই বাকল বাস পরিধান করিয়া, বন যাত্রা করিলাম: তুমি যে স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্যসুখে প্রয়াস না করিয়া, আমার অনুগামি হইলে। সীতা-বিয়োগ-

জনিত শোকে আমি উন্মাদের ন্যায় হইয়াছিলাম। তুমি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে। রক্ষঃসংগ্রাম সময়ে আমি প্রাণান্ত সংকল্প করিলাম ; তুমিও এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হইলে না। তুমি যে কমনীয় কুসুমজ্ঞানে, আমাকে আশ্রয় করিয়াছিলে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ মর্ম্মভেদী কালকীটে যে, তোমার হৃদয় ভেদ করিল! দুরাত্মারাম যে তোমার পুর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, প্রতিশোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মুমূর্ষু কালসর্পের অথবা শার্দ্দুলের জীবন রক্ষা করিলে, তাহার স্বভাব কখনই পরিবর্ত্তন হয় না। সময় পাইলে সে অবশ্যই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ক্রূরতা প্রকাশ করে। ভাই! আমি যে তোমারে রামজীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া সম্বোধন করিতাম, সে কেবল কথা মাত্র। তুমি আর ক্ষণমাত্র এমন নির্দ্দয়, এমন নৃশংস, এবং এমন নরাধমের সংসর্গে কদাচ অবস্থান করিও না। খলের চরিত্র অবগত হওয়া কাহার সাধ্য। ভবিষ্যতে যে এই দুরাত্মা দ্বারা, তোমার আর কত অপ্রিয় অনুষ্ঠান হইবে, তাহা বলিতে পারি না; অথবা যখন প্রাণ বিনাশে কৃত সংকল্প হইয়াছি, তখন আর অন্য অপ্রিয় আশঙ্কা কি

আছে? এই বলিয়া শোকমোহে একেবারেই হতচেতন হইলেন।

লক্ষ্মণ আকুলতা সহকারে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আজ্ আপনার এত চিত্ত-বিভ্রম জন্মিতেছে কেন? আপনি কি আমাকে দুরভীষ্ট সাধন মানসে পরিত্যাগ করিতেছেন? আপনি চিরানুকুল, ভবদীয় অবিচলিত প্রসন্নতা মনে পড়িলে, ভক্তি ও শান্তিরূপ সুশীতল সলিলে, আমার মন যে সিক্ত হইতে থাকে। আপনি যে আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন, সেই স্নেহের কমনীয় প্রভা, আমার স্মরণ পথে পতিত হইলে, সাগর-সলিলে, পূর্ণেন্দুপ্রভা সম্পাতে, যেমন উচ্ছলিত হইয়া উঠে; তদনুরূপ আমার মনে যে আনন্দ-প্রবাহ একেবারেই উদ্বেল হইয়া, নয়নপথে আনন্দাশ্রু ধারা নির্গলিত হইতে থাকে। আর্য্য! কি করিবেন? দগ্ধ দৈব আমার বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ দেখিতে পারিলেন না। ঘটনাবলী যোজনা করিয়া, আপনা হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। নচেৎ কেনইবা আপনি সন্ন্যাসীর প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইলেন? কেনইবা মহামুনি দুর্ব্বাসা সহসা উপস্থিত হইলেন? আর কেনই বা তিনি আমার

কাতরতায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যে আশায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাত আমারে আদেশ করিলে, অনায়াসে সম্পন্ন হইত। ভগবন্! আমার যে এই দুর্ব্বিবহ দশা উপস্থিত হইতেছে, ইহা বোধ হয়, জগদীশ্বরের সম্পূর্ণই অভিমত। আপনা কর্ত্তৃক আমি যে পরিত্যক্ত হইতেছি; ও ইহাতে যে আমার জীবন নাশ হইবে, তাহাতে আমি কিছুমাত্র তাপিত হইতেছি না। কিন্তু আমারে পরিত্যাগ করিয়া আপনার যে কি দুর্গতি হইবে; আপনি শোকাকুলিত হইলে কে আর সান্ত্বনা করিবে? এই সকল মনে হইলে, আমি যে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা প্রাপ্ত হই, যে প্রকার বিষাদ-বিষে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করে; তাহা আমি আর বলিতে পারি না।

রামের চেতনার সঞ্চার হইলে, লক্ষ্মণ মুখে, এই সকল বিলাপ-বাক্য-শ্রবণ করিয়া সখেদে কহিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! তুমি এমনিই সরল-প্রকৃতি ও সদাশয় বটে। আপনার জীবনাবশেষ যন্ত্রণাকে লক্ষ্য না করিয়া, আমার যে অণুমাত্র শারীরিক ক্লেশ, তাহাই আশঙ্কা করিয়া, আকুলিত হইতেছ? ভ্রাতঃ! তোমার বিয়োগ-

শোক আমার যদি এতই অসহ্য বলিয়া বোধ হইবে; তাহা হইলে, আমি কি বিদায় দিতে বাধ্য হইতাম? এমন হিতৈষী ভ্রাতাকে পরিত্যাগের স্থির কল্পনা করিয়াও, আমি যদি এখনও জীবিত থাকিতে পারিয়াছি, তখন আমার আর কি হইবে? হা স্নেহ মমতা পরিশূন্য রাম হৃদয়! এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? ধন্যরে নির্ম্মাণ কৌশল! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি এমন দুরাচারকে আর দাদা বলিয়া সম্বোধন করিও না। অনুজের প্রতি অগ্রজের যাহা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ আছে, আমার দ্বারা সকলই সম্পন্ন হইল। এই বলিয়া রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে নতমুখে রহিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমাকে পরিত্যাগ করিতে, এত কাতর ও কুণ্ঠিত হইতেছেন। ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিলে, কেহ আপনার অপযশ ঘোষণা করিবে না। বরং সত্যব্রত পালনের সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপে আপনাকে জগতীস্থ জনগণ গণনা করিবেন। আমিও কিছুমাত্র তাপিত হইতেছি না, নিরন্তর সরল মনে এই প্রার্থনা করিতেছি, জগদীশ্বর জন্ম জন্মান্তরে যেন ভবাদৃশ অগ্রজের আজ্ঞানুবর্ত্তী করেন।

রামচন্দ্র রোদন করিতে করিতে, বলিতে লাগি-লেন; বৎস লক্ষ্মণ! আর কখন কোন হতভাগ্য যেন মাদৃশ নর রাক্ষসের আজ্ঞায়ত্ত না থাকে। সীতা আমার নিতান্তই অনুরক্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যে কি দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহাত স্বচক্ষে দেখিয়াছ ? আর তুমি আমারে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতে, উপাস্য দেবতার অধিক শ্রদ্ধা করিতে, আমার হাতে পড়িয়া তোমার এই দুর্গতি ঘটিল, এই বলিয়া একেবারেই শোকমোহে আবার চৈতন্য-হীন হইলেন।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আর্য্য! আর যে, আপনার যাতনা দেখি-তে পারি না। আপনি আমারে প্রসন্ন মনে পরিত্যাগ করুন। ভগবন্! মস্তকে বজ্রপতন হইবে, এই আশঙ্কা অতি ভয়ানক, কিন্তু একবার পতিত হইলে, যে ক্লেশই হউক, এক প্রকার সহ্য হইয়া যায়; না হয়, প্রাণ পরিত্যাগ হয়। আ-মাকে পরিত্যাগ করিবেন, এই আশঙ্কাই আপনার দুঃসহ বোধ হইতেছে। সত্বর ত্যাগ করুন! তৎ-পরে যাহা ঘটিবার, তাহাই হইবে।

বশিষ্ঠের চরণ ধারণ করিয়া, রোদন করিতে

করিতে, বলিতে লাগিলেন, ভগবন! আমিত চলি-লাম, আমার অগ্রজকে আপনার নিকট রাখিয়া চলিলাম। আপনি সান্ত্বনা করিবেন। অপেক্ষাকৃত ব্যাকুলতা সহকারে রোদন করিতে করিতে, দেবর্ষে' আমার অগ্রজের কি দশা হইবে? এই ভাবনায় আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। মরিলেও বোধ হয়, এই চিন্তানল নির্ব্বাপিত হইবে না। আপনি আমার দেহ স্পর্শ করিয়া বলুন; দাদাকে এক মুহুর্ত্ত পরিত্যাগ করিযা যাইবেন না। গুরুদেব! এই বুঝি জন্মের মতন দেখা শুনার শেষ হইল। রাম-চন্দ্রের পদস্পর্শ করিয়া, আর্য্য! হতভাগ্য লক্ষ্মণ আপনার নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিতেছে। আপনি চিরকালই স্নেহ-ভরে এক মুহুর্ত্তের জন্য আমাকে বিদায দিতে হইলে, প্রাণ ধরিয়া, "যাও" বলিতে পারিতে না, এখন আর কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিবেন? দাদ! চির সম্বন্ধ ছেদন করিয়া, দুরাচার লক্ষ্মণ আপনাকে পরিত্যাগ করিল। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে; রামচন্দ্রের চরণ গ্রহণ করিয়া, বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন! মোহ-মেঘে চেতনা আচ্ছন্ন থাকাতে, রামচন্দ্র ধুলিতে লুণ্ঠিত রহিলেন। শোক-বিকারে

বাক্য রোধ হওয়াতে মহর্ষি নীরব হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মানব মনের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, কোন নিদারুণ অনিষ্টাপাত হইবার অব্যবহিত প্রাক্ কালে মন তাহা জানিতে পারে ; কখনই প্রফুল্লিত থাকে না। রাজান্তঃপুরে, লক্ষ্মণ পত্নী ঊর্ম্মিলা বামকরতলে গণ্ডস্থল বিন্যস্ত করিয়া, ম্লান মুখে চিন্তা করিতেছেন। শ্রুতকীর্ত্তি সম্মুখে বসিয়া আছেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, ভগিনি শ্রুতকীর্ত্তি! যখন আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম, মহারাজ দিদিকে চির বনবাসিনী করিলেন ; সেই দিন হইতে, আমাদের সুখ উঠিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যজ্ঞস্থলীতে পুনঃপরীক্ষার প্রস্তাব হইলে ; দিদি যে অশ্রুপূর্ণ কাতরচক্ষে চাহিয়াছিলেন ; আমাদিগকে কিছু বলিবেন বলিবেন, এইরূপ অভি-প্রায় ছিল, কিন্তু লজ্জায়, শোকে, ও অভিমানে, কথা কহিতে পারিলেন না। মনের দুঃখে জীবন ত্যাগ করিলেন। হায়! তাঁহার মুখের মলিন ভাব মনে

পড়িলে, একেবারে হৃদয় বিষশল্যে বিদ্ধ হয়, হা স্নেহময়ি! তুমি যে সর্ব্বদা আমাদিগকে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া, গাত্রে হাত বুলাইতে, স্নেহ-পূর্ণ নয়নে আমাদের মুখ পানে চাহিয়া থাকিতে; আপনি কোন খাদ্যদ্রব্য পাইলে, আমাদিগের কয় ভগিনীকে যে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিতে। প্রিয় ভগিনি! দিদির যে মধুময় সস্নেহ বাক্য আরত ভুলিতে পারিব না; তিনি মানব লীলা সংবরণ করিলে, সেই হইতে ম্রিয়মাণা হইয়াছি; আবার কালিকার কাল-রাত্রি হইতে দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হই-তেছে; আবার যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, বলিতে পারি না। আমার মনকে যেন কেহ বলিয়া দিতেছে সর্ব্ব-নাশ ঘটিল। ভগিনি! নদীর কূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইলে, যেমন পুনঃপুনঃ ভাঙ্গে, তদ্রূপ কপাল আমাদের ভাঙ্গিয়াছে, এই অদৃষ্টকে আর কোনক্রমে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

শ্রুতকীর্ত্তি কহিলেন, আপনি অত আশঙ্কা করি-যেন না, পতি-কুল দেবতারা অবশ্যই আমাদের মঙ্গল করিবেন।' একবার দুঃখের আঘাতে মন ভাঙ্গিলে, সর্ব্বদা এই চিন্তাই বলবতী হয়, না জানি আবার কি বিপদ হইবে। কিন্তু সূর্য্য কি একে-

বারেই প্রভাশূন্য হইবেন! এই রাজকুল কি একেবারেই সুখ শূন্য হইবে! এমনত বিশ্বাস হয় না। বিপদ-মেঘে একবার আচ্ছন্ন করিলে, এমন প্রত্যাশার অভাব হয় না, যে, কখনই এই মেঘের আর অস্ত হইবে না।

ঊর্ম্মিলা কহিলেন, আমার ইচ্ছা মনকে বুঝাই, কিন্তু মন যে বুঝে না; আজ্ প্রাণ কেন থেকে থেকে কেঁদে উঠিতেছে? আর আমার মন এমন বিকৃত প্রাপ্ত হইয়াছে; আর যে পৃথিবীতে সুখ আছে, এমন প্রতীতি হইতেছে না।

শ্রুতকীর্ত্তি কহিলেন, দিদি! অত আকুল ও হতাশ হইলে, মন আরও সংকুচিত ও ভীত হইবে। এই সকল কথোপকথন হইতেছে; এমন সময়ে, কিঞ্চিৎ দূরে দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মণ আসিতেছেন; শ্রুতকীর্ত্তি কিছু ত্রস্তা হইয়া, দিদি! তবে এখন চলিলাম। ঊর্ম্মিলা কহিলেন, ভগিনি! আবার যেন সত্বর দেখা হয়। লক্ষ্মণের মুখাবলোকন করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হৃদয়বল্লভের ম্লান বদন দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; আহা! মুখে প্রফুল্লতা নাই, দেহে আর কিছুমাত্র কমনীয়তা নাই।" ক্রমশঃ সন্নিকট হইয়া, পতি চরণে শ্রদ্ধাসহকারে

প্রণাম করিয়া, প্রকাশ্যে কহিলেন, নাথ! এত দিনের পর অধিনীকে মনে পড়িয়াছে। দিদির প্রাণ বিয়োগের পর, আরত আপনাকে দেখিতে পাই নাই। আর্য্যপুত্র! এইক্ষণকার আর সকল মঙ্গলত?

লক্ষ্মণ, আপনার নিমেষ-শূন্যলোচন ঊর্ম্মিলার মুখমণ্ডলে স্থাপন করিয়া; অবাক্ হইয়া রহিলেন। নয়নে প্রভূত অশ্রুবারি সঞ্চারিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন একটীমাত্র কথা কহিলে, আর কোনক্রমে নয়ন-জল সংবরণ করিতে পারিব না। ঊর্ম্মিলা ব্যাকুলতা সহকারে, "প্রাণ-বল্লভ! কথা কহিতেছ না কেন? আপনার ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া, আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে; মস্তক যে ঘূর্ণিত হইতেছে, প্রাণ অস্থির হইতেছে, আর কি হইয়াছে? ত্বরায় বলুন।"

লক্ষ্মণ, বহু ক্লেশে নয়ন-জল সংবরণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আর কি বলিব, মহারাজ সত্য রক্ষার্থে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই বলিয়া, প্রতিজ্ঞার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। শ্রবণ করিয়া, ঊর্ম্মিলা একেবারেই নিস্পন্দ নয়না হইয়া, লক্ষ্মণের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সকাতরে কহিলেন, নাথ! কি বলিলেন; সত্য সত্যই আমার কপাল কি ভাঙ্গিল!!! এই বলিয়া, একেবারেই হতজ্ঞান, পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। লক্ষ্মণ বহু কষ্টে চৈতন্য সম্পাদন করিলে; ঊর্ম্মিলা রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। প্রাণেশ্বর! চির দুঃখিনীর একমাত্র হৃদয়-রত্ন মহারাজ কি একেবারেই সাগরে বিসর্জন করিতে সংকল্প করিয়াছেন? আপনিত তাঁহার নিকটে অণুমাত্র অপরাধ করেন নাই।

লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! মহারাজ কি আমারে স্বেচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করিতেছেন? তিনি আমাকে আপনার জীবন অপেক্ষা যত্ন করিয়া থাকেন। আর তাঁহার অপ্রমেয় দয়া, স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব স্মরণ হইলে, আমার মন যে ভক্তিরূপ সুধারসে সিক্ত হইতে থাকে। কিন্তু তিনি কি করিবেন, এইটী নিতান্তই বিধাতার বিধান। নচেৎ এবম্ভুত ঘটনা কেন উপস্থিত হইবে? তিনি আমারে এপ্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন, যে আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য নয়নের অন্তরাল করা, তাঁহার নিতান্তই অনভিপ্রেত। তিনি আমারে এক দিনও "যাও," বলিতে পারিতেন না। আর এই যে, আমি এখন আসিলাম,

তিনি কি আমারে মুক্তকণ্ঠে বিদায় দিতে পারিয়াছেন? তিনি আমারে পরিত্যাগ করিবেন, এই ভাবিয়া, একেবারে মূর্চ্ছিত ও ভূতলশায়ি হইয়া রহিয়াছেন। প্রিয়ে! তিনি যে আমার বিরহে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিবেন, আর যে সুস্থ হইবেন, এমন আশা করিতে পারিতেছি না; আর্য্যের যে কি দুর্গতি হইবে, এই চিন্তায় আমি সমধিক ব্যাকুল হইতেছি। আমি তাঁহারে অণুমাত্র অপরাধ দিতে পারি না। তাঁহার প্রণয়-পূর্ণ বচন, অমায়িকতা; ও অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ হইলে, আমার মন যে একেবারেই ভক্তি-রসে আর্দ্র হইতে থাকে; দেহ যে সুখ-সলিলে ভাসিতে থাকে; নয়নে যে প্রভূত আনন্দাশ্রু সঞ্চারিত হয়। প্রাণবল্লভে! আমি যে দাদাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, তিনি যে, আমার বিরহে চারি দিকে শূন্যময় ও অন্ধকার দেখিবেন; আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিয়া জীবনকে ঘৃণিত বোধ করিবেন; আকুল হইয়া রোদন করিবেন; ত্রিজগতে যেন কেহই নাই, এই প্রকার দীনের ন্যায় পতিত থাকিবেন; আহার, বিহার, সুখ, স্বাস্থ্য, সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইবেন; হতাশ হইয়া কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন; ভগ্নচিত্ত হইয়া,

হয়ত পরিশেষে জীবন ত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া, আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। কেইবা উঁহারে সান্ত্বনা করিবে, তিনি রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, কেইবা তাঁহার অশ্রুজল মুছা- ইবে? এই বলিয়া, লক্ষ্মণ একেবারেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, হা রঘু-কুল-দেবতাগণ! হা ভুবন-ত্রয়ের জীবন দাতা পবন! হা সর্ব্বজীব হৃদয়-রঞ্জনতপন! হা করুণা নিধান সলিলাধীশ! আমি সকাতরে আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি; শরীরের যে যে অংশের অল্পতা নিবন্ধন, আমার অগ্রজের জীবন বিনাশের অথবা অন্যবিধ নিদারুণ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা দেখিবেন, আপ- নারা স্নেহ-রসে, অথবা বাৎসল্য রসে, কিংবা অনু- কম্পারসে, সিক্ত ও বশীভূত হইয়া, তত্তৎ অংশ প্রদান করিয়া, জীবন রক্ষা করিবেন। আমি কেবল আপনাদিগের করুণার উপর, অগ্রজকে সমর্পণ করিয়া, সুস্থির হইয়া চলিলাম। এই বলিয়া শোক মোহে একেবারেই হত-চেতন হইলেন।

ঊর্ম্মিলা ব্যাকুলতা সহকারে, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত তৎপর হইলেন। অতি বিনীত

বচনে বলিতে লাগিলেন, জীবিতনাথ! মহারাজ যে আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি যে ইচ্ছাপুর্ব্বক আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; তাঁহার আদেশ পালন করিয়া, ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষা করা আপনার নিতান্তই বিধেয়। আমি এবিষয়ে আর অণুমাত্র আপত্তি করিব না। আপনি অনুজ-ধর্ম্ম রক্ষা করুন! কিন্তু এই অধিনীকে প্রসন্ন মনে, আপনার অনুগামিনী হইতে অনুমতি করুন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, লক্ষ্মণের চেতনার সঞ্চার হইলে, ঊর্ম্মিলার এই সকল বিলাপপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! তুমি আমার অনুগামিনী হইবে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যদি তোমার জীবনের প্রতি মমতা উপস্থিত না হয়, ত্বরায় প্রস্তুত হও। তোমারে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া, আর ঘরে রাখিয়া যাইব? চল! আমরা মাতৃ-চরণে বিদায় হইয়া আসি।

ঊর্ম্মিলা কহিলেন, নাথ! শীঘ্র চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আপনার অনুগামিনী হইতে, আমার বিন্দুমাত্রও ক্লেশ হইতেছে না। আপনি জীবন ত্যাগ করিবেন, আমি আর কি সুখে রাজ-সংসারে

অবস্থান করিব? নাথ! ত্বরায় আমরা মার নিকট বিদায় লইয়া, রাজ-ভবন পরিত্যাগ করি। আর অধিকক্ষণ থাকিবেন না। অধিকক্ষণ থাকিলে হয়-ত মমতা উপস্থিত হইবে, নয় তো মহারাজের কোন অশুভ ঘটনা দেখিতে হইবে। ত্বরায় চলুন!

লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! তবে চল, আর বিলম্ব করা বিধেয় না। ইহা বলিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তী হইলেন; ঊর্ম্মিলাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আজ্ এই রাজকুলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে; আর কি কথা বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিয়া যাইব? এই ভাবিতে ভাবিতে কৌশল্যার শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাম-জননী কৌশল্যা মৃত্যুবৎ হইয়া পতিতা আছেন। পার্শ্ব দেশে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, সুমিত্রা নত ও মলিন মুখে বসিয়া আছেন। সপত্নীক লক্ষ্মণ, তথায় উপস্থিত হইয়া, মাতৃদ্বয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। কৌশল্যা চক্ষু মেলিয়া, বৎস লক্ষ্মণরে! কি জন্য বধূ ঊর্ম্মিলার সহিত এখানে উপস্থিত হইলে? লক্ষ্মণ বিষণ্ণ বদনে মাতৃদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ঊর্ম্মিলার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। কিছুই

কথা কহিতে পারিতেছেন না। কৌশল্যা ও সুমিত্রা কাতর হইয়া, কহিতে লাগিলেন; বৎস! কি বলিবে বলিয়া, একেবারে যে হত-জ্ঞান হইলে? তোমার মলিন বদন এবং উর্ম্মিলার নীরব রোদন, দেখিয়া, আমাদের অন্তরাত্মা যে একেবারেই আকুল হইয়া উঠিতেছে; কি হইয়াছে? ত্বরায় বল! বলি, আমাদের জীবনস্বরূপ রামচন্দ্রের কি কিছু অনিষ্ট হইয়াছে? আমাদের হৃদয় বিষময় শল্যে বিদ্ধ হইতেছে; তোমার ভাবান্তর নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন যে চঞ্চল হইতেছে; কি হইয়াছে; বলি, বৎস! কপাল কি নিতান্তই ভাঙ্গিয়াছে? শীঘ্র বল! বলি, রাম-ত ভাল আছেন? না অভাগিনীদিগের ভাগ্য দোষে জীবনধনের কিছু অনিষ্ট হইয়াছে; না, অন্যবিধ অমঙ্গল ঘটিয়াছে? কি হইয়াছে? ত্বরায় বল! বাছারে! আর যে যাতনা সহ্য হয় না বলি, রাম-ত ভাল আছেন? লক্ষ্মণ! কথা কহিতেছ না যে? তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। চির দুঃখিনীদিগের সুখ-লতা সমূলোৎপাটিত হইয়াছে। কি হইয়াছে? ত্বরায় বল!

লক্ষ্মণ, বহু কষ্টে শোক সংবরণ করিয়া, করুণ-

স্বরে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আর কি বলিব, আপনারা যে আশঙ্কা করিয়া আকুলিত হইতেছেন, তাহাই ঘটনা হইবার সূত্রপাত হইয়াছে; আপনার রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, সন্ন্যাসীর প্রতিজ্ঞা এবং দুর্ব্বাসার আগমনের আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

মাতঃ! এইক্ষণ সেই সত্য রক্ষার জন্য, আর্য্য আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে আমি অণুমাত্রও কাতর হইতেছি না। কিন্তু আমার বিরহে তিনি যে প্রকার অভিভূত ও আকুলিত হইয়াছেন, আর তাঁহার যে প্রকার বিসদৃশ অবস্থা অবলোকন করিলাম, তাহাতে যে কি হয়, কি সর্ব্বনাশ হয়, বলিতে পারি না। এই বাক্য শ্রবণান্তর, কৌশল্যা ও সুমিত্রা একান্ত অধীরা হইয়া, বৎসরে! কি বলিলে, একেবারেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে? রামচন্দ্র তোমাকে জন্মের মতন পরিত্যাগ করিয়াছেন! এই বলিয়া, একেবারেই মূর্চ্ছিতা হইলেন। লক্ষ্মণ বহু যত্নে তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কৌশল্যা কাতরা হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! রাম কোন্ প্রাণে, তোমাকে বিদায় দিলেন? এমন

ভাই আর কাহারও কি হইবে? রাম কি এমন নিষ্ঠুর! বাছারে! তুমি যে চিরদিন তাঁহার জন্য কত কষ্ট ভোগ করিলে। তিনি কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? সে উপকার কি একেবারেই বিস্মৃত হইলেন? বাছারে! এই সর্ব্বনাশ ঘটিবে, এক দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। রাম যে তোমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন; সেই স্নেহ, আজ্ কোথায় রহিল? তিনি তোমার মুখ-পানে চাহিয়া, কিরূপে চির বিদায় দান করিলেন? হা প্রিয় ভগিনি সুমিত্রে! তুমি চিরকালই আমার একান্ত অনুগত, এবং সরল মনে আমাতে সকল সুখ ও জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছিলে। আমার দুঃখের সমাংশ তুমি অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে। ভগিনি! রাম আমার সত্য রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস গিয়াছিলেন। তুমি আমার রামের প্রতি, প্রীতি সম্পন্না ও স্নেহ-পরবশ হইয়া, তোমার হৃদয়ের অমূল্যরত্ন, লক্ষ্মণকে তাঁহার সহচর করিলে। প্রিয় ভগিনি! আমাতে নিতান্তই অনুরক্তা হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইল।

লক্ষ্মণ সকাতরে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! দাদা আমারে যে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন, তাহার কি

বিন্দুমাত্র হ্রাস হইয়াছে; তিনি কি করিবেন, কিরূপে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি আধিপত্য করিবেন। জননি! তিনি কি আমারে স্বেচ্ছাক্রমে বিদায় দিতেছেন? তিনি আমার বিরহে যে প্রকার অধীর ও অস্থির হইয়াছেন; তাহা তিনিই জানিতেছেন। আর বোধ হয়, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করিলে আপনিও বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন! ধর্ম্ম রক্ষার্থে সকলই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। পিতা যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনিত আমারে পরিত্যাগ করেন নাই। আমি তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষার্থে আপনি গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি, কেবল তাঁহার কি দুর্গতি হইবে, এই ভাবিয়া অধিকতর কাতর হইতেছি। মাতঃ! এইক্ষণ আমারে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন!

কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! কি বলিলে? গমন করিবে, কোথায় গমন করিবে; অভাগিনী জননীদিগের কি উপায় করিয়া যাইবে?

সুমিত্রা রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, বাছা! আমি আর কার দোষ দিব, সকলই

আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা রাম তোমারে যে প্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি যে তোমাকে নয়ন-তারকার ন্যায় এক তিলও নয়ন ছাড়া করিতে পারেন না। যদি আমার কপালের দোষ না হইবে, তবে এমন ঘটনা উপস্থিত হইবে কেন? বাছা! আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, রাম আমার নিতান্তই নিরুপায় হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। আমি জানি, স্নেহ, দয়া, মমতা ও ভ্রাতৃ-বৎসলতায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ। রামচন্দ্রের অমানুষ প্রকৃতি সুলভ কমনীয় শ্রুতি-মধুর মাতৃ-সম্ভাষণ শ্রবণ করিলে, অন্তঃকরণে প্রভূত প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া, আমার সর্ব্বশরীর সুধারসে পরিপ্লুত হয়। আমি রামের সারল্য-পূর্ণ সুমধুর মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, একেবারেই মোহিত ও চমৎকৃত হই। বৎসরে! রামের আজ্ঞারক্ষা, ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষা করা তোমার উচিত, কিন্তু বৎস! আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও; যদি ইহাতে দ্বিরুক্তি কর, এখনই তোমার সাক্ষাতে আত্মঘাতিনী হইব। কৌশল্যা, করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমিও যাইব; যদি কোন আপত্তি কর..এখনই প্রাণ ত্যাগ করিব।

লক্ষ্মণ কাতর হইয়া, বলিতে লাগিলেন, মাতঃ!

আপনারা যে আমার সঙ্গে যাইবেন, তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই, কিন্তু দাদা আমার দুস্তর শোক-সাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন। যদি আপনারা নিকটে থাকিলে আবার সান্ত্বনা করিতে পারেন।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে, বাছারে! আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, কি করিয়া, তোমার বিরহে জীবন ধারণ করিব, আর কি বলিয়া রামকে বুঝাইব। আমরা রামের শেষ দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না, বাছারে! যদি আমাদের প্রতি তোমার কিছুমাত্র ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া ও স্নেহ থাকে, তবে আর কথা কহিও না। আর যদি জননীদিগের অপঘাত মৃত্যু তোমার স্বচক্ষে দেখিবার বাসনা থাকে, তবে অন্যথাচরণ কর।

লক্ষ্মণ মৌনাবলম্বন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কাতরে কৌশল্যার মুখ পানে চাহিয়া থাকিলেন। কৌশল্যা, অতি সকরুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, বাছারে! একবার চল, রামচন্দ্রের মুখ-চন্দ্রমা দেখিয়া আসি, এই বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় রামচন্দ্রের বাস-ভবনের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও ঊর্ম্মিলার সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রাণী তৃতীয় প্রহর

যামিনী সময়ে, রামচন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। একটী নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা মৃদু মৃদু প্রভাজাল বিতরণ করিতেছে। বিগত-চেতন হইয়া রামচন্দ্র শয়নে আছেন; বশিষ্ঠদেব নীরব হইয়া নত মুখে রোদন করিতেছেন। কৌশল্যা পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইয়া, বাছা রামরে! এই বলিয়া একেবারেই উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

বশিষ্ঠদেব আকুল হইয়া একেবারেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মাতঃ কৌশল্যে! আপনি রাজার নন্দিনী, রাজার গৃহিণী এবং রাজার জননী হইয়া, কেবল অশেষ দুঃখে জীবন শেষ করিলেন।

সুমিত্রা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, দিদি! উঠুন উঠুন, আর আপনার যাতনা দেখিতে পারি না। এই বলিতে বলিতে চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত, বহুবিধ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু আর চৈতন্য হইবে কি? জীবন বায়ু দেহত্যাগ করিয়াছে, এতক্ষণ পরে সকলে বুঝিতে পারিলেন, কৌশল্যা মানব লীলা সংবরণ করিলেন।

সুমিত্রা ও উর্ম্মিলা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। এতক্ষণ পরে সর্ব্বরী যেন অযোধ্যার সকল সুখের সহিত অবসান হইল। প্রভাত সময়ে সুমিত্রা কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আর রাজ-ভবনে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আর যাতনা সহিতে পারি না। আমার প্রাণ যেন বাহির হইবে, বলিয়া আকুলিত হইতেছে; শীঘ্র চল। লক্ষ্মণ সুমিত্রা ও ঊর্ম্মিলার সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন।

পুরোবাসীগণ, রাজকুমার একটু অপেক্ষা করুন, এই বলিয়া, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। আজ্ অযোধ্যা দিবসেও যেন অন্ধকার হইল। এই শোচনীয় ঘটনা অবলোকন করিয়া, ভাস্করদেব যেন মলিন হইলেন।

অযোধ্যা প্রায় জনশূন্য হইল, কিছুক্ষণ পরে সকলে সরযু-পুলিনে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ, সুমিত্রা ও ঊর্ম্মিলার সহিত আকণ্ঠ দেহ জলমগ্ন করিয়া, কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে লাগিলেন; হে সর্ব্বশক্তিমন-জগদীশ্বর! জন্মে জন্মে যেন রামের ন্যায় করুণাময় অগ্রজ্ পাই। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা; এই বলিয়া দেহ মগ্ন করিলেন। তীর সন্নিকটস্থ সকলে রোদন করতঃ হাহাকার করিয়া সলিলে পতিত

হইলেন। একটী বালক কাঁদিতে কাঁদিতে গানটী গাইতে লাগিল।

অযোধ্যার সুখ-শশী, ডুবিল সরযু-জলে,
কি হলো কি হলো আজ্ ভাবিয়া প্রাণ যে জ্বলে
সুখহীন শোভাহীন, হইল অযোধ্যাপুরী,
নির্ম্মল চাঁদের আলো করিল রাহুতে চুরি॥

সমাপ্তঃ।